পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অর্থ দপ্তর

ডঃ অমিত মিত্রর

বাজেট বিবৃতি

২০১৮–২০১৯

৩১শে জানুয়ারী, ২০১৮

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

মাননীয় সদস্যগণ, কোটি-কোটি মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এই সরকার **"বাংলা হবে বিশ্বসেরা"** এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। সত্যিই, তাঁর উদ্যমী নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং জাতি, ধর্ম বা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সহনশীলতায় এই রাজ্য প্রতিনিয়ত **নতুন শিখর** জয় করছে। আজ বাংলা দেশের ৪র্থ বৃহৎ রাজ্য অর্থনীতি হিসেবে গর্ব করতে পারে।

গত ২৩শে জুন ২০১৭ তারিখে **"কন্যাশ্রী"**-র জন্য **রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ জন পরিষেবা পুরস্কার** মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে নেদারল্যান্ডস-এ — যা বাংলার মানুষকে তিনি উৎসর্গ করেছেন। শুধু বাংলার মানুষই নয়, এতে সারা ভারত গর্বিত।

এ রাজ্য e-tendering-এ সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৪ঠা জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাংলাকে Best Performance Award প্রদান করেছেন। বাংলা আজ তাই স্বচ্ছতার প্রতীক।

দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য ও সাধারণ মানুষের নানান স্বার্থ বিরোধী প্রচেষ্টায় রত। বাংলা কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যাঙ্কে জমা সারা জীবনের সঞ্চয় কেড়ে নিত। এর তীব্র প্রতিবাদে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত কড়া ভাষায় চিঠি দিয়ে কেন্দ্রকে এরকম জনবিরোধী আইন করা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি

মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের দেশের অর্থনীতি এখন বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। নোটবন্দি এবং অপরিকল্পিত ও তাড়াহুড়ো করে চালু করা পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)-এর ফলে দেশের অর্থনীতির প্রায় ৪৫ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশে বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার (Gross Capital Formation) ৬.১১ শতাংশ থেকে পড়ে গিয়ে ০.৫৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে দেশের বেকারত্ব ও কর্মহীনতা বিশালভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে।

এই অর্থবর্ষে দুটি প্রধান বিষয় রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছে। প্রথমত, পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) চালু করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র একতরফাভাবে কেন্দ্রীয় করের অংশ (Devolution) বণ্টন প্রতিমাসের ১ তারিখ থেকে পিছিয়ে ১৫ তারিখ করে দিয়েছে। এরফলে টাকার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

এরকম হতাশাজনক অবস্থা এবং কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েও, আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ আলাদা অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে নতুন উদ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি — যা সমগ্র দেশের বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে গেছে। বিগত ৬ বছরে আমাদের রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ব্যয় ৩ গুণের বেশি বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। পরিকল্পনা ও মূলধনী ক্ষেত্রে বাংলা রেকর্ড করেছে এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাস্তা, সেতু, উড়ালপুল, পানীয় জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য সম্প্রতি ১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন।

আমি এটাও জানাচ্ছি যে, যখন আগেকার সরকার ঋণের পুরোটাই পূর্বে নেওয়া ঋণ শোধের জন্য ব্যয় করতো, তখন এই সরকার ঋণের ৩০-৪০% মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে যার ফলে রাজ্যের GDP-র উপরে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে Multiplier-এর মাধ্যমে।

মাননীয় সদস্যগণ, রাজস্ব আদায়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ অবধি স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আদায় বেড়েছে ১৭%, আবগারি রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, মোটরযান বাবদ কর আদায় বেড়েছে ২৬% এবং বিদ্যুৎ শুল্ক আদায় ১৩৯% বেড়েছে। প্রবেশ করের বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অনুকূল রায়ের পর আমরা এই করের বিবাদ মেটানোর জন্য বিশেষ সেটেলমেন্ট স্কিম এনেছি যাতে এই আর্থিক বছরে ১,১০০ কোটি টাকারও বেশি বকেয়া প্রবেশ কর আদায় হয়েছে। ৩১শে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত এই বৃদ্ধির প্রবণতা বজায় থাকলে আমি আশাবাদী যে GST বাবদ ক্ষতি সত্ত্বেও আমাদের রাজস্ব আদায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

২

উন্নয়নের প্রয়াস

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছে, যাতে করে রাজ্যবাসীর সার্বিক ও সাফল্যময় অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়। রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকারের জনহিতকর ও সাধু উদ্দেশ্যমূলক বেশ কিছু কর্মসূচি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। যেমন — কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথী, মাভৈঃ, স্বাস্থ্যসাথী, নিজগৃহ নিজভূমি, গীতাঞ্জলি, জল ধরো জল ভরো, লোকপ্রসার প্রকল্প, বৈতরণী, সমব্যাথী, সমর্থন, গতিধারা, মিশন নির্মল বাংলা, বাংলার বাড়ি, সুফল বাংলা, স্বামী বিবেকানন্দ মেধাবৃত্তি, অনগ্রসর শ্রেণির জন্য শিক্ষাশ্রী প্রকল্পসহ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য মেধাবৃত্তি, এবং সহজ শর্তে ঋণ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসূচি।

সারা বিশ্বে সমাদৃত 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের অধীনে বাংলার ঘরে ঘরে ৪৫ লক্ষেরও বেশি কিশোরী কন্যা উপকৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই কন্যাশ্রী প্রকল্প নেদারল্যান্ড-এর দ্যা হেগ-এ সদ্য অনুষ্ঠিত ২০১৭-র রাষ্ট্রসংঘের জন পরিষেবা পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

'সবুজশ্রী' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের সদ্যোজাত শিশুদের একটি করে দামি গাছের চারা প্রদানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এরফলে নবজাতকদের মৃত্যুর হার কমানো এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এই দুই-ই প্রসার লাভ করবে। এপর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ চারা প্রসূতি মাকে তাদের সদ্যজাতের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

'শিক্ষাশ্রী' প্রকল্পের অধীনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৫৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সম্পূর্ণ অন-লাইন সংযোগে মেধাবৃত্তি দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মেধাবৃত্তির হার সংশোধন করা হয়েছে এবং পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা এই কর্মসূচিতে ৭৫০ টাকা করে বার্ষিক ছাত্রবৃত্তি পাচ্ছে।

'সবুজসাথী' প্রকল্পে রাজ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ সাইকেল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এই রাজ্যের ৯০ শতাংশ অধিবাসীকে 'খাদ্যসাথী' প্রকল্পে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হচ্ছে। সেই কাজের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় ও সুশৃঙ্খল করতে সমস্ত রেশনকার্ড ডিজিটাইজড করার কাজ চলছে।

রাজ্যের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৪০ লক্ষ সুবিধাপ্রার্থী উপকৃত হয়েছেন। রাজ্য সরকারি অশিক্ষক কর্মচারি, সরকার অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক অশিক্ষক কর্মী এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট টাইম শিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক পূর্ণ সময়ের শিক্ষক — এঁরা সকলেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।

গ্রামীণ ও লোক শিল্পীদের ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে 'লোকপ্রসার প্রকল্প' কর্মসূচি আরেকটি নজিরবিহীন উদ্যোগ। ২০১৭-১৮ সালে পূর্ববর্তী ৮৪ হাজারের জায়গায় ১.৯৪ লক্ষ শিল্পী এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

পরিবহন ক্ষেত্রে রাজ্যের যুবদের অগ্রগতির লক্ষ্য নিয়ে 'গতিধারা' নামক একটি স্বনিযুক্তিমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৬ হাজার যানবাহন এই প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও 'জলধারা' প্রকল্পে জলপথ পরিবহন পুনরুজ্জীবিত করতে সরকারি ভর্তুকি দিয়ে যান্ত্রিক জলযান চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে State Transport Undertaking (STUs)-এর অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে আরও ৪১১টি নতুন বাস আনার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যদিকে কলকাতায় সর্বপ্রথম ৪০টির মতো ইলেকট্রিক বাস চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসমস্ত কর্মসূচিকে যাত্রীদের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে 'পথদিশা' নামক একটি নতুন Mobile App. চালু হয়েছে।

রাজ্যে এপর্যন্ত 'নিজগৃহ নিজভূমি' (NGNB) প্রকল্পে প্রায় ৩ লক্ষ বাস্তুজমির পাট্টা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও চলতি বছরেই প্রায় ১২৭৪.৮৯ একর কৃষিজমিও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা সম্ভব হয়েছে। ২১ হাজারেরও বেশি NGNB প্রকল্পের জমিতে জীবিকার উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সংযুক্ত হয়েছে।

সূচনা থেকে এপর্যন্ত 'গীতাঞ্জলি' আবাসন প্রকল্পের অধীনে ৩.৫ লক্ষেরও বেশি সুবিধাপ্রার্থী উপকৃত হয়েছেন। এরা সকলেই সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ। এদের সকলের জন্য প্রতিটি আবাস নির্মাণ করতে এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করে সমতলে ১.২ লক্ষ টাকা এবং পার্বত্য অঞ্চলে ১.৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শহরাঞ্চলেও নতুন করে এই প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে।

শহরাঞ্চলের দরিদ্র নাগরিকদের জন্য সরকার 'বাংলার বাড়ি' নামে একটি নতুন যৌথ আবাসন তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে। আগামী চার বছরে এরকম প্রায় ২০ হাজার ফ্ল্যাট তৈরির কাজ করা হবে।

অন্যদিকে গ্রামীণ আবাস যোজনা (GAY)-এর অঙ্গ হিসাবে প্রায় ৩.৬৮ লক্ষ বাড়ি চলতি অর্থবর্ষে তৈরি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

'বৈতরণী' নামে একটি কর্মসূচি হাতে নিয়ে নতুন শ্মশান এবং কবরস্থান তৈরি এবং পুরানোগুলির নব রূপদানের কাজ শুরু হয়েছে। এর অঙ্গ হিসাবে ৩৫০০টি কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। সেইসঙ্গে দরিদ্র ও মৃত্যুজনিত শোকার্ত পরিবারগুলিকে শবদেহ সৎকারের জন্য সমব্যাথী প্রকল্পে এককালীন ২ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়াও শুরু হয়েছে।

সমগ্র রাজ্যে ২৪×৭ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হয়েছে। ১০০টি নদীদ্বীপভূমিতে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া গেছে। ২০১৭-১৮ সালে প্রায় ৬ লক্ষ উপভোক্তাকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং 'সবার ঘরে আলো'-এর অধীনে ১৭৯ লক্ষ উপভোক্তাকে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য মেধাবৃত্তি চালু করার পদক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম। রাজ্যে এরকম একাধিক ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প চালু আছে যার দ্বারা ১.৭১ কোটি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। চলতি বছরে এর জন্য ৪,৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এই সরকারের আমলে রাজ্যের রাস্তাঘাট উন্নয়নে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে রাজ্যে প্রায় ১৩,৪১৭ কিমি গ্রামীণ রাস্তা, ১৬,৬০০ কিমি মহাসড়ক এবং একাধিক প্রধান প্রধান রাস্তার উন্নয়ন ও সংযোগ স্থাপিত হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ১,১৪৫ কিমি'রও বেশি রাস্তার সঙ্গে গ্রামীণ রাস্তা যোগ করা সম্ভব হয়েছে এবং সেইসঙ্গে ২,২০০ কিমি রাস্তা নির্মাণ, উন্নয়ন এবং মজবুত করার কাজ শেষ হয়েছে।

আগামী অর্থবর্ষে আরও ৩,১০০ কিমি রাস্তা, যেগুলো জেলাপরিষদ এবং পুরসভার উপর দিয়ে গেছে, সেগুলিকে সারাই করা ও মজবুত করার কাজ শুরু হতে চলেছে।

ঐ একই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন নদী ও খালের উপর যোগাযোগ রক্ষাকারি প্রায় ২০টি ব্রীজ তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে।

এপর্যন্ত রাজ্যে 'জল ধরো জল ভরো' কর্মসূচির অধীনে ২ লক্ষ জলাশয়কে সংস্কার করা এবং নতুন করে খননের কাজ শেষ করা হয়েছে।

রাজ্যে 'মিশন নির্মল বাংলা' কমসূচির অধীনে মালদা এবং হাওড়া জেলা খুব শীঘ্রই 'উন্মুক্ত শৌচবিহীন' (ODF) জেলা হিসেবে ঘোষিত হতে চলেছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বেই নদীয়া জেলা দেশে সর্বপ্রথম এই খেতাব জিতেছে। এছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার এবং হুগলি জেলা ইতিমধ্যেই এই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৯৫ শতাংশ ছুঁয়েছে এবং নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৫-এ নেমে এসেছে। রাজ্যের ৯৪ শতাংশ শিশুকে টিকাকরণ করা হয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে 'সবার জন্য নিখরচায় চিকিৎসা' এই সুবিধা দিতে বিগত ২০১১-২০১২ সালে ২৯৬.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দের জায়গায় চলতি বছরে ৮৫৭.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্যে West Bengal Clinical Establishment (Registration, Regulation and Transparency) Act, 2017 চালু

হয়েছে। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে West Bengal Clinical Establishment Regulatory Commission চালু করা হয়েছে।

বিগত ৬ বছর ধরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য অন্যতম শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দেওয়া ঋণের পরিমাণ ৭ গুণ বেড়েছে — ২০১১-১২ সালের ৫৫৩.৩৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ সালে এপর্যন্ত ৪,০০০ কোটি টাকা হয়েছে।

বাংলার MSME সেক্টর ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করেছে। বিগত ৬ বছরে এই ক্ষেত্রে ঋণের টাকা ১.২ লক্ষ কোটি টাকাতে এসে পৌঁছেছে।

আমাদের রাজ্যের কৃষকদের গড় বার্ষিক আয় ২০১১ সালে ছিল ৯১ হাজার টাকা, যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবর্ষে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকায় এসে পৌঁছেছে।

মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে আমাদের রাজ্য বার্ষিক শ্রম বাজেটের ১৩৪ শতাংশ ছোঁয়ার পথে এবং ২০১৮-র মার্চ মাসের মধ্যে ৩০.৮৪ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হবে বলে আশা করা যায়। এটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কৃতিত্ব। MGNREGS প্রকল্প সার্থকতার সাথে রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে Award of Excellence প্রদান করেছেন।

আমাদের বাংলা সর্বভারতীয় দক্ষতামূলক প্রতিযোগিতায় (Skill Competition) বিগত ২ বছর ধরে সাফল্য ধরে রেখেছে। এখন সারাভারতে এক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য সর্বপ্রথম স্থানের অধিকারী।

আমাদের রাজ্যে বর্তমানে মোট ১৫২টি পলিটেকনিকে ৩৭,৯৪৩টি আসন সংখ্যা রয়েছে, যেখানে ২০১১ সালে আসন সংখ্যা ছিল ১৭,১৮৫টি। রাজ্যের ২৪৮টি ITI-এ বর্তমানে আসন সংখ্যা ৬৯,০২৫, যেখানে এক্ষেত্রে ২০১১ সালে আসন সংখ্যা ছিল ১৭,৬৩৬টি।

সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরে আমাদের রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১৭ সালে যথাক্রমে ২০টি এবং ৯টি হয়েছে। কলকাতার নিউটাউনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস শীঘ্রই

তৈরি হতে চলেছে। এরফলে ২০১১ সালের তুলনায় UG এবং PG লেভেলে অতিরিক্ত ৪.৫ লক্ষ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক কর্তৃক e-Procurement-এর ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেছে। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের ৫৩ হাজার e-Tendering এর মাধ্যমে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

অতি সম্প্রতি ২০১৮-র জানুয়ারিতে Computer Society of India (CSI) মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে e-Ratna সম্মাননা অর্পণ করেছে, সেইসঙ্গে আরও জানাচ্ছি যে, আমাদের রাজ্য ২০১৭-য় Best State of e-Governance সম্মানেও ভূষিত হয়েছে।

'Ease of Doing Business'-কে আরও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে 'শিল্পসাথী' নামক একটি একজানালা পোর্টাল ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত অগ্রগতি রূপায়ণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই সংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের অগ্রগতি অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে বেশি।

FIFA পরিচালিত অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা FIFA এবং বিশ্বের অন্যান্য ফুটবল সংস্থাগুলি কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। সাফল্যের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য এটি বিশ্বফুটবলের আঙিনায় কোলকাতা এবং বাঙলার সুনামের একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখেছে।

২০১৮-র ৫ই জানুয়ারিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বাংলার একটি নিজস্ব রাজ্য প্রতীক-এর উন্মোচন করেছেন।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় কলকাতার নিউটাউনে ভারতের সর্ববৃহৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলন অনুষ্ঠানের উপযোগী নিজস্ব কারুকলায় নির্মিত 'বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার'-এর দ্বার উৎঘাটন হয়েছে। সেখানেই চলতি মাসের ভারত ও বহির্বিশ্বের ৩২টি দেশের অতিথি ও প্রতিনিধিদের নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর

উপস্থিতিতে 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, সেখানেই রাজ্যে ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এই বিনিয়োগের ফলে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সাফল্য ঃ

৩.১। কৃষি ও কৃষিজ বিপণন বিভাগ

এই রাজ্যের কৃষকদের বার্ষিক আয় ২০১১ সালের যেখানে ছিল মাত্র ৯১ হাজার টাকা, ২০১৬-১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ২,৩৯,০০০ টাকা।

বিগত ২০১৭ সালে আমাদের রাজ্য ধারাবাহিকভাবে পঞ্চমবারের জন্য 'কৃষি কর্মণ' সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

২০১৭ সালে খারিফ শস্যর উপর রাজ্য সরকার 'বাংলা ফসল বিমা যোজনা' (BFBY) চালু করেছে, এবং নিজেদের অংশ ছাড়াও কৃষকদের দেয় অংশের দায়ভারও বহন করেছে।

রাজ্যের ৩২ লক্ষ কৃষকভাইদের ঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ১১৮১.৩৯ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো আর্থিক সহায়তা না পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের নিজস্ব আয় থেকে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের কৃষকদের জন্য 'Universalization of Soil Health Card' প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে ১৩ লক্ষ সয়েল স্যাম্পেল সংগৃহীত ও পরীক্ষিত হয়েছে। এই লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে (২০১৫-২০১৭) ৪১.৬ লক্ষ 'সয়েল হেলথ্ কার্ড' (SHC) সারা রাজ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ বছরে আমাদের রাজ্যে রেকর্ড পরিমাণ — ১৮০.৩৫ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। ঐ একই সময়সীমায় বিপুল পরিমাণ (১২৯.৩২ লক্ষ মেট্রিকটন) আলু উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়াও বিকল্পভিত্তিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করে রাজ্যে ডাল চাষে ৩.৪৪ লক্ষ হেক্টর এবং তৈলবীজ চাষে ০.৮৬ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০১৬ সালের সার্বিক সাফল্য নিয়ে চুঁচুড়ার 'রাইস রিসার্চ সেন্টার' ICAR কর্তৃক শ্রেষ্ঠ All India Co-ordinated Research Project (AICRP) কেন্দ্ররূপে

ঘোষিত হয়েছে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BCKV) এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (UBKV) ভারতের রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে।

রাজ্যে ১৭১টি কিষাণ মান্ডি চালু হয়েছে এবং আরও ১৭টি চালু হতে চলেছে।

''সুফল বাংলা'' অ্যাপস ও ওয়েবসাইটে প্রতিদিনের ফসলের সংগ্রহমূল্য ও খুচরো মূল্য প্রকাশের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে, যেখানে প্রায় ৬৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫-১৬ মেট্রিক টন (MT) কৃষিজ পণ্য ৪-৫ লক্ষ টাকা বিক্রয়মূল্যে বিপণন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার আলুর বাজারমূল্য স্থির রাখতে সড়কপথে কুইন্টাল প্রতি ৫০ টাকা এবং রেলপথ ও জলপথে (রপ্তানির ক্ষেত্রে) কুইন্টাল প্রতি ১০০ টাকা পরিবহন ভর্তুকি মঞ্জুর করেছে।

আমি, ২০১৮-২০১৯ আর্থিক বছরে কৃষি বিভাগের জন্য ২,৭৬৬.৫০ টাকা এবং কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য ৩৩৯.১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২। প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্য সরকার পশুপালকদের অতিরিক্ত রোজগারের সুবিধার্থে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করে ৭৫,০০০টি ছাগল এবং ভেড়া পশুপালকদের বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। Backyard Poultry Farming-এ উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার ৬০ লক্ষ হাঁস ও মুরগির ছানা পশুপালকদের মধ্যে বিতরণ করেছে, যা একটি সর্বভারতীয় রেকর্ড।

সরকার হাঁস মুরগি পালনে উৎসাহ দিতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম'-২০১৭-র আওতায় Commercial Layer Poultry Farm এবং Poultry Breeding Farm চালু করেছে, যার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২০৫.৬০ কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ ব্যয় করা হবে।

রাজ্য সরকার এই দপ্তরের অধীনে West Bengal Dairy & Poultry Development Corporation Ltd. (WBDPDCL)-কে West Bengal Livestock Development Corporation Ltd. (WBLDCL) সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজ শেষ হওয়ার পথে।

সরকার ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে হরিণঘাটায় শূকর মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রকে উন্নত করতে এবং ৪টি 'Meat-on-Wheelz' গাড়িতে মাংস বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে।

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১,১০৬.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩। খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করতে খাদ্য সরবরাহ বিভাগের 'খাদ্যসাথী' স্কিমের অধীনে ৮.৪২ কোটি রাজ্যবাসীকে ভর্তুকিমূল্যে খাদ্যশস্য ২ টাকা কেজি দরে সরবরাহ করা হয়েছে। এই ৮.৪২ কোটি রেশন কার্ডই ডিজিটাইজড করা হয়েছে এবং গুদামজাত খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে সমস্ত রকম সরবরাহ প্রক্রিয়াই স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।

জঙ্গলমহল এলাকায়, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে এবং পাহাড়ে রুগ্ন ও বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগানগুলির মানুষজনদের জন্য রাজ্যের তরফে বিশেষ সুবিধা (Special Package) দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৬৩,০৭৯ জন তপশিলি আদিবাসী, ১৬০২ জন গৃহহীন এবং ১৩৯টি টোটো পরিবার বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাচ্ছে। রাজ্যের চা-বাগানগুলির ৯.৩৮ লক্ষ শ্রমিক ও শ্রমিক নয় এমন পরিবারগুলিকে এবং দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য সাব-ডিভিশনে সুলভ মূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের সহায়তায় এবং e-Procurement চালু করার ফলে ৩৯.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ঐকান্তিকভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ৩২৫টি সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ১২৮৪টি ধান উৎপাদন ব্লককে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

বিগত ছয় বছর ধরে রাজ্যের খাদ্যশস্য মজুত করার ক্ষমতা প্রায় ১০গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সংখ্যার বিচারে যা ৬২ হাজার মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৬.১০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। ইতিমধ্যেই চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষে এই সংগ্রহ আরও ৩.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ধার্য হয়েছে। আরও ৫ লক্ষ মেট্রিক টন আগামী তিন বছরে সংগ্রহ হবে বলে আশা করা যায়।

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৮,০৩৬.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৪। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ

রাজ্যের অন্যান্য সহযোগীগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই বিভাগ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে এবং উত্তরবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে একটি বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'World Food India' সম্মেলনে এই রাজ্য অংশগ্রহণ করেছে। সেখানে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রে প্রভূত উদ্যোগী এবং বিনিয়োগকারী আগ্রহ দেখিয়েছেন ও বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি সেইসকল কৃষকদের রেজিস্ট্রেশন করা চালু হয়েছে, যাদের মাধ্যমে SOP মান বজায় রেখে Export Inspection and Phytosanitary Certification প্রথা মেনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে উদ্যানজাত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করা যায়।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত Agro Business Synergy অনুষ্ঠানে বিনিয়োগকারীদের মধ্য থেকে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা উদ্যানপালনে বিনিয়োগের আশ্বাস পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক 'বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলন ২০১৮'-এ আরও ৩৬৭.৭১ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এসেছে।

এছাড়াও রাজ্যের মৌমাছি পালকদের পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শুরু হতে চলেছে।

হুগলি জেলায় সবজি চাষে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে একটি উদ্যানপালন গবেষণা ও কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, GI রেজিস্ট্রেশন অফ ইন্ডিয়া থেকে 'বাংলার রসোগোল্লা' GI রেজিস্ট্রেশনে শংসাপত্র লাভ করেছে।

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১৮৩.১৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৫। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ এবং উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর 'শিক্ষাশ্রী' স্কীমকে সম্পূর্ণ অনলাইন ব্যবস্থায় আনা হয়েছে। তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবৃত্তির অর্থমূল্য বাড়ানো হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রীর বার্ষিক বৃত্তি বর্তমানে ৭৫০ টাকা করা হয়েছে।

'সবুজ সাথী'র অধীনে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ বছরে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৩৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে ১,১২৭ কোটি টাকা মূল্যের সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। (২০১৭-২০১৮) চলতি বছরে আরও ৩৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে এর আওতায় আনা হচ্ছে, যার জন্য ধার্য হয়েছে ৮৩০ কোটি টাকা।

শতাংশের ভিত্তিতে সরকারি কর্মক্ষেত্রে SC/ST প্রার্থী কম থাকায় তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য পূরণ করতে এক বিশেষ Recruitment -এর ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। ১৬টি প্রধান প্রধান বিভাগে প্রথম ধাপে ৪,১৪২টি SC শূন্যপদ এবং ৯৪৩টি ST শূন্যপদ ইতিমধ্যেই পূরণ করা হয়েছে। আরও ৬,০৯৯টি SC শূন্যপদ এবং ১,৭৩৬টি ST শূন্যপদ হাতে নেওয়া হয়েছে, যেগুলি খুব শীঘ্রই পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

কর্মবিনিয়োগের সুযোগ বাড়াতে ২২ হাজার SC এবং ৫,৫০০ ST যুবক-যুবতীদের ৩২টি পেশাভিত্তিক কাজে নিয়োগ করতে তাদের দক্ষতা বাড়ানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৩,২৮৩ জন প্রার্থীকে স্কিল ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যের ২৬টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে SC/ST ছাত্র-ছাত্রীদের Joint Entrance পরীক্ষার কোচিং ও ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

SC/ST জনজাতিদের জন্য ১৭টি Development and Cultural Board গঠন করা হয়েছে এবং আরও দুটি বোর্ড তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই বোর্ডগুলি ১২,৫২০টি গৃহনির্মাণ এবং ৩২৩টি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে এবং পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে ৪৮টি ঝোড়ার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এই বোর্ডের মাধ্যমে মিরিক ও কালিংম্প-এ দুটি যুব আবাস তৈরি করার কাজ শুরু করা হয়েছে।

উন্নয়নের অংশ হিসাবে West Bengal Backward Classes Development & Finance Corporation (WBBCD & FC) এবং West Bengal SC & ST Development & Finance Corporation (WB SC & ST D & FC)-কে সংযুক্তি করণের কাজ শেষ হয়েছে, যার বর্তমান নাম West Bengal SC & ST & OBC Development & Finance Corporation.

২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষে এই বিভাগ e-Governance পদ্ধতির মাধ্যমে জাতি শংসাপত্র দেওয়ার কাজ বছরে ৪/৫ লক্ষের জায়গায় ১২ লক্ষ পূরণ করেছে। এই অন-লাইন পদ্ধতিতে Duplicate শংসাপত্র দেওয়ার কাজও দ্রুত হচ্ছে। এছাড়াও অন-লাইন পদ্ধতিতে শংসাপত্র ডেটাবেস এবং নতুন Scholarship Disbursement Software-এর সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে মেধাবৃত্তি দেওয়ার কাজও দ্রুততর হচ্ছে।

এই বিভাগের বিশেষ উদ্যোগে আরও কাজ শুরু হয়েছে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুর পরিচর্যা ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে এগিয়ে গেছে। চলতি অর্থবর্ষে ১০৮০টি ICDS সেন্টারগুলির ভবন তৈরির জন্য MGNREGA এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির কাজের জন্য বছরে ৫৪.৮৬ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এটা বিগত বছরের ৬৮৮ AWC-এরও অতিরিক্ত।

২০১৫ সালে সরকার কেন্দুপাতা সংগ্রাহকদের জন্য একটি নতুন সামাজিক সুরক্ষার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এর ফলে ৩৪ হাজার সংগ্রাহককে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, স্বাভাবিক মৃত্যু এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধা ইত্যাদির জন্য আর্থিক সাহায্য বাবদ ৬৫ জন প্রাপকের জন্য মোট ১৩.৮৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

এই প্রকল্পে এছাড়াও ৩৮০ জন নথিভুক্ত প্রাপক যারা ৬০ বছর বয়স অতিক্রম করেছেন, তারা প্রত্যেকে ৫০ হাজার টাকা এককালীন অনুদান পাবেন।

SC জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে নজর রেখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে একটি Scheduled Caste Advisory Council গঠন করা হয়েছে, যেটি সারা দেশের মধ্যে একমাত্র এই ধরনের Council।

১,৫৯,৩২৭ জন ST বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বার্ধক্য ভাতার আওতায় আনা হয়েছে, যাদের নির্ধারণ করা হয়েছে Socio-Economic Caste (SEC) Census পদ্ধতির মাধ্যমে। এই সমস্ত সুবিধা পোস্টঅফিস ও ব্যাংকের মাধ্যমেও দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

আমি, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৯০৫.২৩ কোটি টাকা এবং উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য ৮৭৮.০৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৬। মৎস্য, জলসংশোধন এবং জলজ প্রাণীসম্পদ ও মৎস্যবন্দর বিভাগ

মৎস্য উত্তোলন কেন্দ্রগুলি এই রাজ্যের গ্রামীণ জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই দপ্তর মৎস্য চাষের উদ্যোগ নিয়ে 'জল ধরো জল ভরো'-এর অধীনে থাকা জলাশয়ে মাছ চাষের কাজ পূর্ণ মাত্রায় শুরু করেছে।

বড়ো মাছ চাষে উৎসাহ দিতে এই বিভাগ বিভিন্ন ধরনের সমবায় সংস্থা, SHGs/FPGs ইত্যাদি ১১৫টি গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে মাছ চাষের কাজে হাত দিয়েছে। যাতে ২০১৭-২০১৮ সালে অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৯.৯৭ কোটি টাকা। 'ময়না মডেল' নামে অগ্রণী প্রকল্প হাতে নিয়ে বছরে হেক্টর প্রতি ১২ মেট্রিক টন প্রধান প্রধান মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যচাষীদের স্বয়ংক্রিয় নৌকা দেওয়া ছাড়াও ঋণ ও ভর্তুকি বাবদ আর্থিক সাহায্য দিতে ১৮৩.৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও ৫টি জেলায় ৬টি বৃহৎ জলাশয় খননের কাজ হাত নেওয়া হয়েছে, যার প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১০৩.১৮ কোটি টাকা।

রাজ্যে সরকারি জলাশয়গুলিকে পরিমাপ এবং অধিগ্রহণ ও সফলভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে করে উৎপাদন ও রাজস্ব বৃদ্ধি সম্ভব হবে। পঞ্চায়েত থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত প্রায় ১৫,৫০০ জন মৎস্যজীবীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের সমস্ত মৎস্য খামারের বিশেষ স্বীকৃতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ২১২টি মৎস্য খামারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

নামখানা এবং শিলিগুড়িতে দুটি ICE Plant এবং কাকদ্বীপে একটি হিমঘর তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

সামাজিক মৎস্য প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ছোট-বড় বিভিন্ন জলাশয়গুলিতে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করে ছোট-ছোট মাছের পুষ্টিকর খাদ্য ও পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি, মৎস্য, জলসংশোধন এবং জলজ প্রাণীসম্পদ ও মৎস্যবন্দর বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৪১৪.২৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৭। বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডবে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয় তা কমাতে এবং প্রাণহানী কমানোর জন্য এই বিভাগ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে ১০৩৯.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২৫টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার (MPCS) গঠন করেছে। এই ধরনের ১৭৩টি MPCS তৈরির কাজ চলছে।

২০১৭-২০১৮ সালে বিপর্যয় মোকাবিলার সাহায্যস্বরূপ ১৫৯৭.৩ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এই বিভাগ বন্যার সময়ে ত্রাণসামগ্রী বাবদ ৯১.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১,১৬০.৭১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৮। বন বিভাগ

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় 'সবুজশ্রী' প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে শিশুহত্যা বন্ধ করা এবং পরিবেশ রক্ষার দ্বিমুখী সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রতিটি নবজাতককে একটি করে দামি চারাগাছ বিতরণ করা হচ্ছে। 'সবুজশ্রী'-র আওতায় এখনও পর্যন্ত ১৫ লক্ষ প্রসূতি মাকে নবজাতকের উদ্দেশ্যে এই ধরনের চারাগাছ দেওয়া হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ বর্ষে রাজ্যে বনাঞ্চল এবং বনাঞ্চল-নয় এমন ১০,৬৫৩ হেক্টর জমিতে বনসৃজন করা হয়েছে।

West Bengal Forest Development Corporation (WBFDC)-র অধীনে e-auction-এর মাধ্যমে বনজ সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ বছরে ২০০টির মতো e-auction-এর মাধ্যমে ১৮ হাজারের মতো বনজ সামগ্রী বিক্রয় করে ১৩২ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

রাজ্যের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো শুখা জেলাগুলিতে মাটি ও মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য ৩৬টি 'জলতীর্থ' প্রকল্পের কাজ সফলভাবে শেষ হয়েছে।

এই বিভাগের অধীনস্থ West Bengal Forest & Bio-Diversity Conservation Programme (WBFBCP) এবং Community Infrastructure Development (CID)-এর যৌথ প্রয়াসে বিভাগের আয় বৃদ্ধির কাজে ৬০০টি Joint Forest Management Committee (JFMC) এবং ১২০০টি SHG-কে সংযুক্ত করা গেছে।

বিভাগীয় West Bengal Zoo Authority (WBZA)-এর যেটা মস্ত সাফল্য তা'হল বেঙ্গল সাফারি প্রকল্পে টাইগার সাফারি এবং কালো ভালুক সাফারি চালু করা—এই দুটোই পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয়। আরও একটি কাজ হল সুন্দরবনের ঝড়খালিতে Sundarban Wild Animal Park-এর Master Layout Plan তৈরি—যা ২০১৭-১৮ তেই শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৯৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৯। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

রাজ্যের লক্ষ্য 'সকলের জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা'-র ব্যবস্থা করা। এই খাতে ২০১১ সালে যেখানে ২৯৬.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, সেই জায়গায় ২০১৭-১৮ সালের জন্য ৮৫৭.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। West Bengal Clinical Establishment (Registration, Regulation and Transparency) Act, 2017 চালু করা হয়েছে এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে West Bengal Clinical Establishment Regulatory Commission গঠন করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৩৯টি মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে OPD এবং ৩৬টি মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে IPD চালু হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে প্রসূতি সদনে প্রসবের হার ৯৫ শতাংশ ছুঁয়েছে। এর ফলস্বরূপ শিশু মৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে হাজারে ২৫।

সেই সঙ্গে জানানো যাচ্ছে — ৯৪ শতাংশ শিশুই বর্তমানে টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায়।

রাজ্যে ২০৯৮টি শয্যা বিশিষ্ট ৬৮টি Sick New Born Care Unit (SNCU) পুরোদমে চিকিৎসা পরিষেবায় নিযুক্ত। রাজ্যের ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ ও ডা. বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল এবং চিত্তরঞ্জন সেবা সদন মিলিয়ে ৪টিতে এবং আরও ১১টি প্রতিষ্ঠানে Paediatric Intensive Care Unit (PICU) চালু আছে। শুধুমাত্র অসুস্থ নবজাতকদের জন্য ৩০টি হাসপাতালে নবজাতক বিভাগে ৭৮০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৬টি প্রস্তাবিত Mother & Child Hub-এর মধ্যে ৭টি এখন চালু আছে।

পূর্ববর্তী ৫টির সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও আরামবাগে ১টি করে মোট ২টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবে।

৫টি মেডিক্যাল কলেজ যথা—R.G. Kar Medical College, NRS Medical College, Calcutta Medical College, Burdwan Medical College এবং Murshidabad Medical College গুলিতে Linear Accelerator Machine (LINAC) মেশিন আনিয়ে ক্যান্সার রোগীদের অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যে প্রাইভেট-পাবলিক (PPP) মডেলে ন্যায্যমূল্যে ওষুধের দোকান দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালটি নিয়ে বর্তমানে ১২২টিতে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগ অনেকগুলি উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছে যেমন — লেবাররুম, অপারেশন থিয়েটার, শৌচাগার, পানীয়জলসহ, বিদ্যুৎ সংযোগের উন্নয়ন ইত্যাদি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (PHC), সাবডিভিশন হাসপাতালে (SDH), স্টেট জেনারেল হাসপাতালে (SGH) এবং গ্রামীণ হাসপাতালে (RH) ঐ সকল উন্নয়নমূলক কাজে ১৩৩ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের ৬২ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে RSBY স্কিমের আওতায় আনা গেছে, তারমধ্যে ২.৮৬ লক্ষ উপভোক্তা RSBY স্মার্টকার্ড-এর সুবিধা পাচ্ছেন। ৪০ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে 'স্বাস্থ্যসাথী' স্কিমে আনা গেছে।

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৮,৭৭০.১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১০। উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

বর্তমানে রাজ্যে অধীনস্থ সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কুড়িটি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা নয়টি। এরমধ্যে সাম্প্রতিক (২০১৭) St. Xavier's বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত বলে পরিগণিত।

রাজ্য সরকার সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে দিতে চায় — যার ফলস্বরূপ ২০১১ সালে রাজ্যে যেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৪,৯৭,০১৯টি আসন ছিল, এপ্রিল ২০১৭-তে যেখানে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯,৫২,৬৯৬টি। যার অর্থ এই ছয় বছরে UG ও PG স্তরে পড়াশোনার জন্য রাজ্যে ৪.৫০ লক্ষ নতুন আসন তৈরি হয়েছে।

UG এবং PG ছাত্র-ছাত্রীরা Swami Vivekananda Merit-cum-Means Scholarship Scheme থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। এখন থেকে Full Time Non NET Scholar গবেষণারত M.Phil এবং Ph.D-র গবেষকরা এবং PG পাঠরতা 'কন্যাশ্রী'র ছাত্রীরাও এই স্কলারশিপের সুবিধা পাবেন।

এখন থেকে 'স্বাস্থ্য সাথী' স্কিমের অধীনস্থ হবেন—রাজ্যের সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের অশিক্ষক কর্মী, সরকারি অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক অশিক্ষক কর্মচারি এবং সরকারি আংশিক সময়ের শিক্ষক (PTT) এবং চুক্তিভিত্তিক পূর্ণ সময়ের শিক্ষক (CWTT) ও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীবর্গ।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়মিত শিক্ষকদেরকেও West Bengal Health Scheme (WBHS) for Grant-in-Aid College and University Teachers, 2017'-এর আওতায় আনা হয়েছে। এই বিভাগ শিক্ষিকাদের জন্য মাতৃত্বকালীন অবসর এবং শিক্ষকদের জন্য পিতৃত্বকালীন অবসর চালু করেছে।

সরকারি বা সরকার পোষিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৩২টি ইন্টারনেট ব্যবস্থায় Virtual Classroom চালু করা গেছে।

২০১৩ সাল থেকে এপর্যন্ত ৫,৯৩১টি শূন্যপদে Assistant Professor ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মী নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

আগামী বছর থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি/সরকার পোষিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিদের জন্য e-Pension ব্যবস্থা চালু হবে। ইতিমধ্যে সমস্ত সরকারি/সরকার পোষিত কলেজে কর্মরত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের Human Resource Management System (HRMS)-এর অধীন e-Billing ও e-Salary-র মাধ্যমে বেতন দেওয়া চালু হয়ে গেছে।

আমি, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৫৫১.২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১১। আবাসন বিভাগ

রাজ্য সরকার সকলের জন্য, বিশেষ করে যাঁরা আর্থিকভাবে দুর্বল (EWS) তাদের গৃহের ব্যবস্থা করতে বদ্ধপরিকর।

আবাসন বিভাগ চলতি ২০১৭-১৮ বছরে প্রায় ৯০ হাজার গীতাঞ্জলি স্কিমের অধীনে গৃহনির্মাণের লক্ষ্য পূরণ করেছে। এখনও পর্যন্ত ৩.৬৫ লক্ষ আবাস নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, যার মধ্যে ২.৬ লক্ষ গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সরকার জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ৫০ কিমি দূরত্বের মধ্যে পথচারী ও পর্যটকদের জন্য 'পথসাথী' নামে সুবিধা তৈরি করেছে। বর্তমানে ৭১টি 'পথসাথী'র মধ্যে ৬৭টির কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৪টির কাজ জোরকদমে চলছে।

এছাড়াও আবাসন বিভাগ দুটি নৈশাবাস তৈরি করেছে—একটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে, অপরটি ওই জেলার বারুইপুর সাব-ডিভিশন হাসপাতালে। এই দুটোই রোগীদের বাড়ির লোকজনদের সুবিধার্থে নির্মিত। রাজ্যের কর্মরত মহিলাদের জন্য সরকার তিনটি মহিলা হোস্টেল তৈরি করেছে—এগুলি কোলকাতার বনমালি

নস্কর রোডে, জলপাইগুড়ির মালবাজারে এবং বেচারাম চ্যাটার্জী রোড RHE ক্যাম্পাসে অবস্থিত।

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১২। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

এই বিভাগের অধীনে 'লোক প্রসার প্রকল্প' স্কিম চালু হওয়ার ফলে পূর্ববর্তী বছরে ৮৪,৪৪৭ জন লোকশিল্পীর জায়গায় ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে ১,৯৪,৪৪৭ জন লোকশিল্পীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

রাজ্যের ১৭টির মতো প্রাচীন স্থাপত্যকে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে—যার মধ্যে কনকেশ্বর শিবমন্দির, শ্রীবাটি শিবমন্দির, রাঘবেশ্বর শিবমন্দির, রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির, হরিরামপুর শিবমন্দির এবং শ্যামচাঁদ মন্দির উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ব্যারাকপুরের ওল্ড গভর্নরস হাউস এবং কলকাতার ডাফ কলেজে সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এই বিভাগের নজরে পড়ার মতো বিশেষ বিশেষ কাজ হল—দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে Tele Academy Complex নির্মাণ। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের WB State Music Academy Complex-কে প্রসারিত করা এবং একটি মুক্তমঞ্চ তৈরি করা। Cinema Centenary Building প্রাঙ্গণে একটি বহুতল Multipurpose Building তৈরি করা।

কালিম্পং উৎসব এবং তিস্তা-তরাই উৎসব সাফল্যের সাথে উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণ এতে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ উৎসবও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে উদযাপিত হয়েছে যা স্থানীয় শান্তি এবং নিয়ম বিঘ্নকারী শক্তিগুলির মুখের উপর সমুচিত জবাব দিয়েছে।

২৩তম কোলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং পূজা কার্নিভাল মহা সমারোহে পালিত হয়েছে যা বিশ্বের কাছে এই শহরের চলচ্চিত্র, কলা এবং সংস্কৃতির বিশেষ ছাপ রেখেছে।

মাভৈ ঃ — সাংবাদিকদের West Bengal Health Scheme (WBHS) 2016, চলচ্চিত্র জগতের কলাকুশলি ও শিল্পীদের জন্য মেডিক্লেম, বৃদ্ধ ও দুঃস্থ চলচ্চিত্র শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, সংস্কৃতি জগতের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গকে Literary & Cultural Pension, যাত্রা ও লোকনাট্য শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান ইত্যাদি সন্তোষজনকভাবে চলছে।

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৫৩৬.৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১৩। শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ সংস্থা বিভাগ

রাজ্য সরকার অত্যন্ত সফলভাবে 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-২০১৮' অনুষ্ঠিত করেছে, যেখানে ভারত এবং বিশ্বের ৩২টি দেশের প্রতিনিধিদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।

২০১৭-র ১৫ই অক্টোবর রাজ্যে অংশীদারী সংস্থা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

The West Bengal Single Window System (Management, Control and Misc. Provisions) Act, 2017 এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ একজানালা পোর্টাল সিস্টেম অ্যাক্ট, ২০১৭ এবং একজানালা পোর্টাল (Single Window Portal) 'শিল্পসাথী' চালু করে ব্যবসা/শিল্প সরলীকরণ ও সম্প্রসারণ (Ease of Doing Business) এবং G2B পরিষেবা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে।

উদ্যোগপতিদের আকর্ষণ করতে ১২৩ কোটি টাকা ব্যয় করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলির উন্নয়ন এবং গ্রোথ সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে।

তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর Deep Sea Port (DSP) নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপীতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতিসহ বন্দরে পণ্য সরবরাহ করতে বিভিন্ন পরিবহন তথা যানবাহনের জন্য Titagarh Marine Ltd.কে দীর্ঘমেয়াদিভাবে ৫৬.০৩ একর জমি দেওয়া হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে M/s. Shree Cement Ltd. কোম্পানিকে বছরে ৫ MTPA উৎপাদন সম্পন্ন সিমেন্ট গ্রাইন্ডিং প্ল্যান্ট ও ২০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ৯৮.৩২ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও M/s. Gagan Ferrotech Ltd. কোম্পানিকে তাদের ISP প্রকল্পে বর্তমানের ০.২৬ MTPA থেকে বাড়িয়ে ০.৩৩ MTPA করতে এবং ১২ মেগাওয়াট Captive Power Plant (CPP) শক্তি উৎপাদনের উপরে আরও ৮ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য বর্ধমান জেলায় ৮৯ একর জমি দেওয়া হয়েছে।

আমি শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ সংস্থা বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৯৮৬.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১৪। সেচ ও জলপথ বিভাগ

২০১৭-২০১৮ বর্ষে রাজ্যের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ১০টি চেক ড্যামসহ আরও ৬৯,৫০০ একর জমিকে সেচসেবিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ বর্ষে রবি ও বোরো চাষের সময় রাজ্যের জলাধার নির্মাণ ব্যবস্থায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে চলতি বছরেই ৫,২৫,৬০০ একর জমিকে সেচ সেবিত কৃষি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। এছাড়াও, খারিফ মরশুমে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ২১ লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হয়েছে।

ঐ একই সময়কালে দীর্ঘ ৩৯৩ কিমি অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও নদীপাড় ভাঙন রোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বিগত বছরে ২০৬ কিমি দীর্ঘ ড্রেনেজ খালের পুনঃখনন করা হয়েছে।

বিভিন্ন সেক্টরে রাজ্যের নিজস্ব চিরাচরিত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে 'অটোমেটেড গেট কন্ট্রোল' করা হচ্ছে, প্রধান ব্যারেজগুলিতে SCADA-PLC সিস্টেমে কার্য সম্পাদন হচ্ছে। এছাড়াও গ্রামীণ সেতুগুলির 'প্রি-ফেব্রিকেটেড সেগমেন্টাল সুপার স্ট্রাকচার', খালগুলির জন্য 'রাবার ড্যাম্প' এবং বাঁধগুলির জন্য 'জিও-সিন্থেটিক রিইনফোর্সড ওয়াল' ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়নে 'Ease of Doing Business'-এর সাথে সঙ্গতি রেখে কলকারখানার পরিত্যক্ত দূষিত জল পরিশ্রুত করে নালা, খাল ও নদীতে নির্গমনের জন্য অনলাইন আবেদন প্রথা চালু হয়েছে এবং সেচ ও জলপথ বিভাগ অনলাইন প্রসেসিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এইগুলির ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

এছাড়াও পদ্ধতিগতভাবে কাজের গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা আনতে প্রামাণ্য কর্মক্ষেত্রে অন-লাইন নজরদারি, কার্য সম্পাদনার আগাম পরিকল্পনা, বিভিন্ন প্রকল্পে প্রযুক্তিমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিভাগীয় প্রতিনিধিদল তৈরি করা, একটি নতুন মান নির্ণায়ক ব্যবস্থা তৈরি করা এবং বিভাগে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি চালু করা ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আমি, সেচ ও জলপথ বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৩,১৬৪.২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১৫। তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ IT কোম্পানিগুলির জন্য সুন্দর কাজের পরিবেশ এবং IT সেক্টরে কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। যেখানে ২০১০-২০১১ সালে IT সেক্টরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮,৩৩৫ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৬-২০১৭ বর্ষে IT সেক্টরে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১৫ হাজার কোটিরও বেশি টাকা।

রাজ্যের বর্তমানে চালু IT পার্কের সংখ্যা ৮ থেকে বেড়ে ১২টি হয়েছে। ১২টি চালু IT পার্ক ছাড়াও দুর্গাপুর (Ph-II), শিলিগুড়ি (Ph-II), কল্যাণী ও রাজারহাটে ১টি করে IT পার্কে প্রায় ১০০ শতাংশ কর্মনিযুক্তি সম্ভব হয়েছে।

M/s. Infosys Ltd.-এর মতো একটি অগ্রণী সংস্থা রাজারহাটে তাদের একটি নতুন ক্যাম্পাস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোনারপুরে হার্ডওয়্যার পার্কের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাণিজ্য সহায়ক অনলাইন প্রক্রিয়ায় সেখানে বণ্টনের কাজ শুরু হয়েছে। বোলপুর IT পার্কে পরীক্ষামূলকভাবে (Pilot) NIELIT ট্রেনিং সেন্টার চালু হয়েছে, যেখানে স্বল্পমূল্যে কম্পিউটার শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

সাইবার ক্রাইম দূরীকরণে একটি 'সাইবার সিকিউরিটি সেল-সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' গঠন করা হয়েছে এবং নোডাল এজেন্সি হিসাবে Webel এই ধরনের কাজ শুরু করেছে।

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১৮১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১৬। শ্রম বিভাগ

রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ৫টি বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ২০১৭ সালের ১লা এপ্রিল 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা' নামক এক নতুন স্কিমের অধীনে আনা হয়েছে। এতে সকল শ্রমিককে এই ধরনের স্কিমের জন্য প্রাপ্য সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রাজ্যের 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা' দেশের মধ্যে প্রথম, যাতে প্রভিডেন্ড ফান্ড, স্বাস্থ্যবিমা, মৃত্যু এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিমা প্রভৃতি সুবিধা অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এই প্রথমবার শারীরিকভাবে পূর্ণ বা আংশিক প্রতিবন্ধকতার জন্য বিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসংগঠিত সকল শ্রমিকদের চিকিৎসা বাবদ বার্ষিক ব্যয় ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে এবং শল্য চিকিৎসা বাবদ বার্ষিক ব্যয় ৬০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

দেশের মধ্যে এই প্রথম শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রকার তথ্য নিয়ে Single Social Security Identification Number (SSIN) তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক সুবিধাভোগীর রেজিস্ট্রেশন, কালেকশন, ক্লেম ও ডিসবার্সমেন্ট প্রভৃতি সকল তথ্য অনলাইনে রয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ২০১২ সালের ২৬শে জুলাই 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক'-এর সৃষ্টি হয়েছে, যা চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগকর্তার মাঝে অন-লাইন ব্যবস্থায় সেতুবন্ধনের কাজ করছে। এটি রাজ্য সরকারের নিজস্ব ইন্টারনেট নির্ভর জব পোর্টাল, যার মাধ্যমে সরকার-নাগরিক, সরকার-ব্যবসায়ী, সরকার-সরকারি কর্মী সব যোগাযোগ ক্ষেত্রকেই ইউনিক ই-গভর্নেন্স-এর আওতায় আনা হয়েছে। ১০ লক্ষেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী এমপ্লয়মেন্ট

ব্যাংকের মাধ্যমে কাজ পেয়েছে। এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকের নথিভুক্তদের মধ্য থেকেই ক্রমান্বয়ে 'যুবশ্রী' সুবিধা পাওয়ার জন্য নামগুলি বিবেচিত হয়েছে।

দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমাদের রাজ্যের শ্রমবিভাগ অগ্রদূত হিসাবে ব্যবসার ক্ষেত্রে সরলীকরণ 'Ease of Doing Business' চালু করেছে। যারফলে ১০৮টির মধ্যে ১০৬টি ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা এর অংশ হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে শুরু করা হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ নকশা, বিভিন্ন ধরনের নিরীক্ষা, দোকান ও এস্টাবলিশমেন্টের ক্ষেত্রে আত্ম-শংসাপত্র/ইউনিট/মালিকশ্রেণিদের ১৮ রকম শ্রম আইনের বিধিবদ্ধকতার জটিলতা দূর করে নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বল্প খরচে চলা বয়লারগুলিসহ থার্ড পার্টি নিরীক্ষা ব্যবস্থায় কম খরচে আত্ম-শংসাপত্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ফ্যাক্টরির লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সময়সীমা ১ বছরের জায়গায় ১০ বছরের করা হয়েছে, যাতে শ্রমবিভাগ ও ফ্যাক্টরিগুলির প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা কমানো যায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৬ সালের নভেম্বরে 'নোটবন্দিকরণ'-এর ফলে যেসব শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন এবং রাজ্যে ফিরে এসেছেন, তাদের সহায়তার জন্য ২০১৭-এর মার্চে আমাদের সরকার 'সমর্থন স্কিম' চালু করেছে। এই স্কিমে এইসব কাজ হারানো শ্রমিকদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করা হচ্ছে। যার দ্বারা কাজ হারানো শ্রমিকরা তাদের জীবিকার্জনের সুযোগ পায়। ২০১৭-এর নভেম্বর পর্যন্ত ৭৮.০৯ কোটি টাকা এ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে এবং ১৫,৬১৮ জন শ্রমিক এই সুবিধা পেয়েছেন।

রাজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানাগুলির শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Skill Development প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রমিক পিছু এই উদ্দেশ্যে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করা হবে এবং শ্রমিকদের এই প্রশিক্ষণের জন্য কোনো খরচ বহন করতে হবে না।

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৯৩৮.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১৭। ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তুত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

চলতি বছরের (২০১৭-২০১৮) অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত রাজ্যের ভূমিহীন জনসাধারণের মধ্যে ১২৭৪.৮৯ একর কৃষি জমি বিতরণ করা হয়েছে। ৫০৪ জনকে 'নিজগৃহ নিজভূমি' (NGNB) প্রকল্পে পাট্টা বিলি করা হয়েছে। তা ছাড়াও এক্ষেত্রে আরও ২১,১২০টি কাজ হাতে নিয়ে বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে সমাপ্ত করার চেষ্টা চলছে। এরফলে ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ পাট্টা বিলি করা গেছে।

৩৯টি নতুন ব্লক ল্যান্ড ও ল্যান্ড রিফর্ম অফিস (BL & LRO) এবং ৫৩টি রেভিনিউ ইন্সপেক্টর (R.I.) অফিস নির্মাণের কাজ জোরকদমে চলছে। সেইসঙ্গে ২৩টি Modern Record Room-এর কাজ দ্রুত চলছে।

৬৮,৩৪৮ সংখ্যক জরিপ করা জমির মানচিত্রের প্রায় ৯৮ শতাংশ কাজ ডিজিটাইজড্ ব্যবস্থার মাধ্যমে আনা গেছে এবং নাগরিকরা যাতে সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে চলতি ২০১৭-১৮ বছরে। মোট ৩৪৬টির মধ্যে ৩৪৪টি BL & LRO তথ্যপঞ্জী ও জমিরেকর্ড Central Database-এর অন্তর্ভুক্ত করা গেছে। এর মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের জমির Mutation বা তৎসংক্রান্ত তথ্য On-line থেকে জানতে পারবেন।

৩৪৪টি ব্লকের জমির রেকর্ড-দপ্তরের সঙ্গে জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশন-দপ্তরগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে ই-ব্যবস্থার মাধ্যমে। e-District Portal-এর মাধ্যমেও এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।

২০১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভেস্টেড জমিকে জরিপ ও নথিভুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের জন্য ৩৯টি ক্ষেত্রে ১২০.১১ একর জমির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যা থেকে প্রথম বছরেই সালামি এবং বার্ষিক ভাড়া বাবদ ১৩.৮ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

ডিসেম্বর, ২০১৭-এর মধ্যে ৬৩৭.৪৭ একর জমিকে ১৮১ সংখ্যক Inter Departmental Transfer-এর মাধ্যমে পুনরায় নথিভুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বরানগর পুরসভার অধীনে The Bon Hooghly Housing Project-এর কাজ শেষ হয়েছে, যেখানে PPP মডেলে ৫৪০টি বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারকে জীর্ণ ও দুর্দশাগ্রস্ত বাসস্থান থেকে সরিয়ে এনে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে WB Land Reforms Act, 1955 আইনে সংশোধন আনা হয়েছে এবং WB LR Rules, 1965 অধিনিয়মেও পরিবর্তন আনা

হয়েছে। যেগুলি হল, বন্ধ কলকারখানায় পড়ে থাকা অব্যবহৃত জমি বিনিয়োগ এবং ব্যবসার জন্য ব্যবহারের ব্যবস্থা, জলাভূমি ছাড়া অন্য ভূমির চরিত্র পরিবর্তন আইনসিদ্ধ করা এবং কৃষিজমির জন্য খাজনা এবং সেস্ মকুব করা।

আমি, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তুত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১,২০৬.২৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১৮। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসাশিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা, পরিকাঠামোর উন্নতি ও কর্মসংস্থানের উপর এই বিভাগ বিশেষ জোর দিতে চলেছে।

গত ছয় বছরে এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ প্রায় আট গুণ বেড়েছে। এই সময় প্রায় ১.৭ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে ৪,৯০০ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যেটি দেশের মধ্যে সর্বাধিক।

মাদ্রাসাশিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সরকার এই বছর ১৬৯টি মাদ্রাসাকে চিহ্নিত করেছে — যেখানে নতুন কম্পিউটার সহায়ক শিক্ষা ICT @ Madrasah চালু করা হয়েছে।

শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আরও ৪৪৫টি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল তৈরি হবে, যার মধ্যে বর্তমানে চালু হোস্টেলের সংখ্যা ২৪৯টি। আরও ১৫০টি হোস্টেল আগামী অর্থবর্ষে চালু হয়ে যাবে।

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের মতো মাদ্রাসাতেও 'উৎকর্ষ' কর্মসূচি চালু হয়েছে—যেখানে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ কোচিং এর সুযোগ পাচ্ছে। চলতি বছরে এই সংখ্যাটা ১০ হাজার ছুঁয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এপর্যন্ত ৩০৩টি 'কর্মতীর্থ' অনুমোদন পেয়েছে, যার মধ্যে ১০৯টি কর্মতীর্থ তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাকিগুলিতে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

গত ছয় বছরে প্রায় ৭.৫ লক্ষ সংখ্যালঘু উপভোক্তাকে স্বনির্ভর করার জন্য প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ বছরে 'Term Loan' স্কিমে ৫১৩২ জন সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর

(SHGs) ৬৬,২৫৫ জন সদস্যকে Direct Lenders Scheme (DLS) স্কিমে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার কবরস্থান, মাজার এবং ইদগাগুলিতে দেওয়াল নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার এই প্রকার ২,০০০ দেওয়াল নির্মাণ করেছে, যা দেশের মধ্যে প্রথম।

রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য নেওয়া অন্যান্য প্রসারমূলক কাজগুলির মধ্যে আছে দুঃস্থ সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা, MSDP এবং IMDP প্রকল্পের মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলের উন্নয়ন এবং উর্দু ভাষা প্রসারের জন্য প্রকল্প।

অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত পিছিয়ে পড়া, ডিভোর্সি অবিবাহিত বা একলা থাকেন — এমন মহিলাদের সুবিধার্থে আবাসন প্রকল্প শুরু করবে এই বিভাগ। উল্লেখ করা যায় যে কবরস্থানে দেওয়াল দিতে এইবছর ইতিমধ্যেই ১২৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

আমি, সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৩,৭১৬.২২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.১৯। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগ

চলতি বছরে, ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ২৭,৭০০টিরও বেশি MSME ইউনিট ১,৭০,০০০ লোক নিয়োগ করে Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) দাখিল করেছে। যেখানে এরকম ৮২টি নতুন গোষ্ঠীকে নিয়ে মোট ৪২৫টি গোষ্ঠী উন্নয়ন কাজে নিযুক্ত আছে। MSME বিভাগ থেকে ব্যাঙ্ক মারফত ১৩টি Common Facility Centre (CFC)/Dye Houses তৈরি হয়েছে।

ব্যাঙ্ক থেকে MSME বিভাগ মারফত ১৭,৪১৮ কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে।

১৬,৯৪০ জন তাঁত শিল্পী ও সহকারিকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া গেছে। এর ফলস্বরূপ এক্ষেত্রে ৬০ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। MSME সহায়তা কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন জেলার এক-জানালা কেন্দ্রগুলি থেকে ৬৫০০-র বেশি বৈধ ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবছরই তন্তুজর বাণিজ্যিক লাভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৭'-র সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী তন্তুজর বাণিজ্যিক আয় ১০৪ কোটি থেকে বেড়ে ১৫১ কোটি টাকা হয়েছে। মঞ্জুষার বাণিজ্যিক আয় ঐ একইসময় ৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Calcutta Leather Complex-কে নবরূপ দান করে Mega Leather Cluster তৈরি করা হয়েছে।

পূর্বমেদিনীপুরের ময়না, মালদার সাত্তরি এবং উত্তর দিনাজপুরের মালগাঁয় একটি করে নিয়ে মোট ৩টি Mega Carpet Cluster তৈরি হয়েছে, যেখানে ৪৫০০ জন বয়নশিল্পী কাজ করছেন।

রাজ্যের যন্ত্রচালিত তাঁত শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় Mega Powerloom Cluster তৈরি হয়েছে।

কাঠ ও বেতের আসবাব HUB এবং টেরাকোটাশিল্প HUB -কে নিয়ে Siliguri Urban Haat তৈরি হয়েছে।

খাসজঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট (KIE) ও ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে (DIE) (Phase-II) পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

এছাড়াও বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে একটি করে মোট দুটি ক্ষুদ্রশিল্পে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড এবং শিলিগুড়িতে একটি কৃষি বাণিজ্যিক সহযোগী কর্মসূচির কাজ সম্প্রতি শেষ হয়ছে।

শালপাতা, মসলিন এবং মাদুর-এর বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রভূত উৎসাহ দেখা গেছে। ঝাড়গ্রামে শালপাতার উপর একটি Centre of Excellence তৈরি হয়েছে।

আমি, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৯৪৯.৮১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২০। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৩৯৪টি নতুন প্রকল্পের কাজ চলতি বছরে শুরু করা হয়েছে। ক্ষেত্রগুলি হল — গ্রাম ও নগর উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্রসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মহিলা ও শিশু বিকাশ, ক্রীড়া ও পর্যটন ইত্যাদি। ২০১২-১৩ থেকে নিয়ে সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ১৯০৩টি এই ধরনের প্রকল্পের কাজ উত্তরবঙ্গে হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে গোর্খা জনজাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য এই বিভাগ নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন—গৃহ ও কমিউনিটি হল নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এছাড়াও ৪১টির মতো 'Model Fair Price Shop' নির্মাণের কাজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বাগান এলাকায় শুরু করা হবে।

জলপাইগুড়ি, মালদা, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলায় ৪২৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলায় MGNREGS-এর সঙ্গে একযোগে আরও বেশ কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

এই বিভাগ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আরও অনেক আধুনিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এগুলি হল — আলিপুরদুয়ার ও ইসলামপুরে ইলেকট্রিক চুল্লিসহ শ্মশান নির্মাণ; জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সদর, বালুরঘাট, মালদা শহর, মাহাদিপুর, রায়গঞ্জ এবং কর্ণঝোড়াতে LED আলো দিয়ে রাস্তা আলোকিত করা; আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও দার্জিলিঙে সভাঘর তৈরি করা; দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝিহানে একটি কৃষি মহাবিদ্যালয়, খড়িবাড়ি ও নক্সালবাড়ি ব্লকে Budhsing and Kilaram পানীয়জল প্রকল্প। তৎসহ উত্তরবঙ্গে ৮টি জেলায় রাস্তাঘাট উন্নয়ন, ব্রিজ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নদীবাঁধ নিয়ন্ত্রণ, মার্কেট হাব, বিল্ডিং নির্মাণ ইত্যাদি নানান কর্মসূচি পরপর হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৬৪০.৪৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২১। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির সঙ্গে ১৪টি সহযোগী বিভাগের সঙ্গে সুযোগাযোগ রেখে, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ সম্প্রতি একটি Comprehensive Integrated Plan নিতে চলেছে। যার উদ্দেশ্য হল ৫ বছরের Vision Document তৈরি করা এবং জেলা ভিত্তিক বার্ষিক রূপায়ণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া।

Indian Institute of Natural Resins and Gums-র সহযোগিতায় পুরুলিয়ায় লাক্ষা চাষের আধুনিকীকরণ ও প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি বড় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ১.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Pilot হিসাবে আরও ৩টি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কর্মসূচি চালু হতে চলেছে। (ক) Digitally Inclusive Smart Sericulture (DISS); (খ) বাঁকুড়ায় স্থানীয় হস্তশিল্প ও কারুশিল্পগুলির প্রচার ও প্রসারে একটি e-commerce Web Portal-এর উন্নতি করা; (গ) Digitally Inclusive Smart Agriculture (DISA)।

চলতি বছরে এই বিভাগ — রাস্তাঘাট, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য -পানীয়জলের বন্দোবস্ত ও ICDS কেন্দ্র তৈরি, সেচ ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ, জল ও জমি সংরক্ষণ এবং কৃষির উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, কমিউনিটি হল, ভবন নির্মাণ ইত্যাদি সহ ৩৯৮৪ ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারমধ্যে ১,৬৩০টির কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে।

স্থানীয় জনগণের প্রবল উৎসাহের এবং অংশগ্রহণের মধ্যে জঙ্গলমহল উৎসব পালিত হয়েছে। হুল দিবস এবং সাঁওতাল রেবেলিয়ন জঙ্গলমহলের প্রতিটি জেলায় উদযাপিত হয়েছে এবং মূল অনুষ্ঠানটি ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রভূত উদ্দীপনার সাথে জঙ্গলমহল কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই প্রথম এটি সরকারি Portal-এ তাৎক্ষণিক সম্প্রচার করা হয়েছে।

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৫৬২.৫২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২২। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

এই বিভাগ ২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষের ১৫ই জানুয়ারি, ২০১৮-র মধ্যে ১০০০ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় করে ৯৮টি 'পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম' (PWSS) প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে।

এছাড়াও সমগ্র রাজ্যে প্রায় ১১,৫২১.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৫৮টি PWSS-প্রকল্পের নানান কাজ চলছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষে ৮৭২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও বিদ্যালয়গুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১০টি ব্লকে ১,৩৩২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে নলবাহিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা চলছে। হাওড়া জেলার বালি-জগাছা অঞ্চল এবং ডোমজুড়ে আনুমানিক ১৯৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে, পাঁশকুড়া-২ ব্লকে ২৪১.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা, গাইঘাটা ইত্যাদি অঞ্চলে ৫৭৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নলবাহিত পরিশ্রুত জল সরবরাহের কাজ চলছে।

তিনটি প্রকল্পের প্রস্তাব — যথাক্রমে বাঁকুড়া জেলার (Ph-II) ৮টি ব্লকে নলবাহিত জল সরবরাহ (Piped Water Supply Scheme); উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাড়োয়া, রাজারহাট ও ভাঙর-১ ও ২ এবং বারাসাত ১নং ব্লক এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার, চণ্ডীপুর, নন্দীগ্রাম-১ ও ২নং ব্লক অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ নলবাহিত জল সরবরাহের জন্য ২২৩২.১২ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি (PHE) বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ২,৮৬৬.০৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২৩। শক্তি ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস বিভাগ

এই বিভাগ সারা রাজ্য জুড়ে সাফল্যের সঙ্গে ২৪×৭ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চলেছে। বিগত অর্থবর্ষে দিনপ্রতি গড় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ২৩.৫৭ ঘণ্টা।

রাজ্যের ১৭৯ লক্ষ উপভোক্তাকে ভালো মানের বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে 'সবার ঘরে আলো' প্রকল্পের কাজ ১১টি জেলায় শেষ এবং ১টি জেলায় শেষ হওয়ার পথে। ২০১৭-২০১৮ বর্ষে সরকার ৬ লক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শেষ করেছে। গ্রীড

সংযোগ ব্যবস্থায় ১০০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। এছাড়াও ১০০টি নদী চর এলাকায় সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে ৩০টি নতুন ৩৩/১১ KV সাবস্টেশন নির্মিত হয়েছে এবং আরও ১৪টি ৩৩/১১ KV সাবস্টেশনের কাজ শেষ হওয়ার পথে। চলতি অর্থবর্ষে মোট ৩০৩.১০ MVA বিদ্যুৎক্ষমতা যুক্ত হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষের মধ্যে হুগলি জেলার চণ্ডীতলায় নতুন ৪০০ KV সাবস্টেশন; পুরুলিয়া জেলায় নতুন PPSP ৪০০ KV GIS সাবস্টেশন এবং বীরভূম জেলার সদাইপুরে ২২০/১৩২/৩৩ KV সাবস্টেশন চালু হয়েছে। সারা রাজ্যের উপভোক্তাগণ, বিশেষভাবে হাওড়া, হুগলি ও বীরভূম জেলার অধিবাসীরা এইসব সাবস্টেশনগুলির জন্য উপকৃত হবেন।

এই একই সময়কালে বর্ধিত ক্ষমতাসহ মোট ১৭৭১ MVA বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৩৮৯ CKM বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন যুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যের কিছু অঞ্চলে গ্রামগুলিতে 'লো ভোল্টেজ' সমস্যা নিরসনে অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১২৫টি নতুন ৩৩/১১ KV সাবস্টেশন নির্মাণ, ১৮২টি চালু ৩৩/১১ KV সাবস্টেশনের উন্নতিকরণ। এছাড়াও সারা রাজ্যে ২৬ হাজার নতুন DTR স্থাপন করা।

'Ease of Doing Business'-স্কিমের অধীনে শিল্পসংস্থাগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন ও সংযোগ ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার গোটা প্রক্রিয়াটি অনলাইন ব্যবস্থায় আনা হয়েছে। e-District Platform-এর অধীনে বিদ্যুৎ বিভাগ ২৮টি ক্ষেত্রেই অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করেছে।

'Strengthening & Extending of Electricity Distribution Network (Phase-II)'-এর অধীনে ওভারলোডেড ফিডারগুলিকে দুভাগে ভাগ করা, দীর্ঘ ফিডারগুলির পুনর্গঠন, কন্ডাক্টর সাইজের বৃদ্ধিকরণ, ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ক্যাপাসিটার বসানো এবং ভালো মানের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও পুরোনো ৬.৬ KV এবং ৬ KV স্টেশনগুলিকে ১১ KV স্টেশনে পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ চুরি,

বিদ্যুৎ সংযোগছিন্নতা ও দুর্ঘটনা দূর করার উদ্দেশ্যে জনবহুল এলাকাগুলিতে LTAB কেবল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার মেজিয়াতে এবং পুরুলিয়া জেলার ছাররাতে একটি করে ১০ MW ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ভূতল নির্ভর Solar Photo Voltaic (SPV) প্রকল্প তৈরি হয়েছে। এছাড়াও পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহিতে ১টি ১০ MW ক্ষমতাসম্পন্ন SPV প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, যার কাজ ২০১৮-র জুনের মধ্যেই শেষ হবে। ২০১৭-র ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুর জেলার তিস্তা SPV প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিত হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ১৯ MU।

'আলোশ্রী' প্রকল্পে WBSEDCL, WBSETCL এবং অন্যান্য সরকারি বাড়ি ও অফিসে ২১.৪ MW ক্ষমতাসম্পন্ন Grid Connected Roof Top Solar PV Power Plant (GRTSPV) সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়েছে, যাতে ব্যয় হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১৭-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে GRTSPV প্রকল্পে প্রতিটি ক্ষেত্রে ১০ KWp সৌর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার তুর্গাতে ৪৮০০.৬৯ কোটি টাকার ১ হাজার MW শক্তিসম্পন্ন দ্বিতীয় পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর ফলে পুনর্ব্যবহারের সাথে-সাথে বিদ্যুৎ চাহিদারও পূরণ হবে।

আমি, শক্তি ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ২,৪৪৮.০৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২৪। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্পে বাজেটে ২৩ কোটি শ্রমদিবস ধরা হয়েছিল, সেখানে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সেটা ছাপিয়ে ২৩.৬৫ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করা গেছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং মহাত্মা গান্ধী NREGS সফলভাবে রূপায়ণের জন্য আমাদের রাজ্য জাতীয় স্তরে এবং কেন্দ্রের পুরস্কার লাভ করেছে।

চলতি বছরে 'গ্রামীণ আবাস যোজনা'-য় ৩,৬৭,৭৬৯টি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ৫,৬৩৩.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে PMGSY স্কিমের অধীনে ৬২৭ কোটি টাকা ব্যয় করে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ১,১৪৫ কিমি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এর ফলে এই সরকারের আমলে ২,৭৬২টি নতুন রাস্তার প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩,৪১৭ কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছে।

'নির্মল বাংলা মিশন' প্রকল্পে মালদা এবং হাওড়া জেলা 'মুক্তশৌচহীন' জেলা হিসাবে ঘোষণা হতে চলেছে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাও পরবর্তী ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে। এর আগে নদীয়া জেলা দেশের মধ্যে প্রথম 'মুক্তশৌচহীন' জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং হুগলী জেলা ইতিমধ্যেই 'মুক্তশৌচহীন' জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এই বছরে অর্থাৎ ২০১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ৯ লক্ষ গৃহস্থ শৌচালয় [Individual Household Latrines (IHHLs)] তৈরি করা হয়েছে, যাতে খরচ হয়েছে ৮২১.২৭ কোটি টাকা।

'জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প' [National Social Assistance Programme (NSAP)]-এর অধীনে বিভিন্ন সামাজিক পরিষেবা, যেমন বি পি এল তথা দরিদ্র শ্রেণির মানুষজনের জন্য বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধি পেনশন প্রভৃতির জন্য ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১২৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যাতে ২২.২৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

আমি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১৯,০৬৩.২২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২৫। পূর্ত বিভাগ

রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে বিভিন্ন জেলা পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটির গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতিকরণের কাজ পূর্ত বিভাগকে ন্যস্ত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পূর্ত বিভাগ বিভিন্ন জেলা পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটি-র ৩১০০ কিমি. দীর্ঘ ৩৪৫টি রাস্তাকে উন্নত করতে হাতে নিয়েছে। বিভিন্ন জেলা পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নেওয়া সমস্ত রাস্তাগুলিকেই ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষের মধ্যে উন্নত করা হবে।

পূর্ত বিভাগ বিভিন্ন জেলার অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ রাস্তাগুলিকে উন্নত করতে, বিভিন্ন জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির সংযোগকারী রাস্তাগুলি ও জেলাগুলির সংযুক্ত রাস্তাগুলিকে উন্নত করতে অন্তত ২-লেন বিশিষ্ট এবং যেখানে ২-লেনের রাস্তা রয়েছে সেখানে ৪-লেনের রাস্তা করার কাজ হাতে নিয়েছে। ৪৫টি বিভিন্ন প্রকল্পে ৮২০ কিমি. রাস্তা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে, যার কাজ আগামী দুবছরের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্য সড়কে এবং প্রধান জেলা সড়কগুলিতে সমস্ত রেলওয়ে লেভেল ক্রশিং-এই রোড ওভার ব্রীজ তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়কগুলিতে ইতিমধ্যেই রোড ওভার ব্রীজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

৫০০ কিমি. রাস্তাকে ২ লেন / Paved Shoulder সহ ২ লেন করার কাজ এবছরেই শেষ হবে। এই বিভাগ ইতিমধ্যেই প্রাথমিকভাবে ৭৮১ কিমি. রাস্তাকে ৫.৫০ মিটার চওড়া করার কাজ শেষ করেছে এবং ১২০০ কিমি রাস্তা চওড়া করার কাজ এক বছরের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১০০০ কিমি রাস্তা উন্নত করার কাজও এক বছরের মধ্যে শেষ হবে। নদী ও খালের উপর ২০টি সেতু নির্মাণের কাজ এবছরেই শেষ হয়েছে।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো নির্মাণের প্রকল্পগুলি Feasibility সাপেক্ষে হাতে নেওয়া হচ্ছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে WBHDCL-এর বড়োজাগুলি কাপা মোগরা ভায়া ঈশ্বর গুপ্ত সেতু ২২ কিমি. রাস্তাকে ৪-লেন বিশিষ্ট করা; কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ৪২ কিমি. রাস্তাকে ৪-লেন বিশিষ্ট করা; বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সংযুক্তিকরণ ৪ কিমি.; ঘটকপুকুর পর্যন্ত ২৫ কিমি. কলকাতা-বাসন্তী রোডকে ৪-লেন বিশিষ্ট করা; আরামবাগ-চাঁপাডাঙা ২২ কিমি. রাস্তাকে ৪-লেন বিশিষ্ট করা; কালনায় ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বি টি রোডের উপর টালা ব্রীজ ও ডানলপের মধ্যবর্তী অংশে চিড়িয়ামোড়, সিঁথিমোড় এবং টবিন রোড-এর ক্রশিং-এ Vehicle Under Pass (VUP) নির্মাণ; এজেসি বোস রোডের উপর মানিকতলা মোড়ে ১.৮০ কিমি. উড়ালপুল নির্মাণ; বীরভূমে অজয় নদের উপর শিবপুর-কেন্দুলিয়াতে মোট ৭০০ মিটার ব্যাপী সেতু নির্মাণ; গণেশ এভিনিউ-নিউ মার্কেট থেকে মহাত্মা গান্ধী রোডের ক্রশিং পর্যন্ত উড়ালপুল নির্মাণ; তারাতলা-টালিগঞ্জ- আনোয়ার শাহ রোড-যাদবপুর ফাঁড়ি পর্যন্ত উড়ালপুল/ROBs নির্মাণ।

এছাড়াও G+১০ নবান্ন অ্যানেক্স বিল্ডিং নির্মাণ, G+২ নবান্ন অতিথি ভবন এবং সরকারের জন্য কোলকাতা ভবন নির্মাণের কাজ করা হবে।

আমি পূর্ত বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৫,০০৭.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২৬। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৬০০০ নতুন স্কুল চালু হয়েছে। ৪১,৪৮৮ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এরফলে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ২৯ থেকে ২২ হয়েছে এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪৯ থেকে ৪২ হয়েছে।

সমস্ত স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে ৯ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক-এর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে।

সারা রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭১.৮৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫.৭০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী মিড-ডে-মিলের আওতায় এসেছে।

এই বছরে পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৬২টি New-Setup স্কুলের বাড়ি তৈরি হয়েছে, ৯৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দোলনা, স্লিপ ও ঢেঁকি ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। Functional Model School-এর সংখ্যা বেড়ে ৫১ হয়েছে।

প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৩৭টি নতুন Integrated সরকারি বিদ্যালয় চালু হয়েছে।

এছাড়াও ১৩৩টি জুনিয়র হাইস্কুলকে হাইস্কুলে, ১০৭টি হাইস্কুলকে হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে।

শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন স্কুলে ১০৩৮ সংখ্যক অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মিত হয়েছে।

মিড-ডে-মিলের জন্য ১৫৬৩ সংখ্যক 'কিচেন-কাম-স্টোর' নির্মিত হয়েছে। পুরোনো

বিদ্যালয় ভবনগুলির সংস্কারের জন্য ১২.২৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য ২১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

সাফল্যের অনন্য নজির হিসাবে জাতীয়স্তরে Science Exhibition & Projects Competition, 2017-য় রাজ্যের ৮টি Science Project মনোনীত হয়েছে। ২০১৭-র ডিসেম্বর মাসে এরাজ্যের ৪জন ছাত্র National Children Science Congress-এ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়াও National School Games-এ এই রাজ্যের বালিকা ভলিবল দল, বালিকা টেবিল টেনিস দল ও বালিকা জিমন্যাস্টিক দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তদুপরি, National School Games-এ এরাজ্যের বালিকা যোগা দল ও বালকদের জিমন্যাস্টিক দল রানার-আপ হয়েছে।

আমি বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ২৪,৭২১.৯০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২৭। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

এই সরকারের আমলে স্বনির্ভর গোষ্ঠী আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২.৩৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হয়েছে। 'স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' (SVSKP)-এর অধীনে ২০১৭-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৭,৫৮৮ জন উদ্যোগীকে ২৪৩.৭৫ কোটি টাকা সহায়তা করা হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ঋণের বোঝা লাঘব করার লক্ষ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প' (WBSSP)-এর অধীনে ২,৭৮,৭৪৬ সংখ্যক স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সুদের ভর্তুকি বাবদ ৫৮.৮১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি তথা তাদের প্রস্তুত করা দ্রব্যগুলির উন্নয়ন ও বিপণনের সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন জেলা ও সাব-ডিভিশনাল হেড-কোয়ার্টারগুলিতে 'ট্রেনিং-কাম-মার্কেটিং কমপ্লেক্স' (কর্মতীর্থ) নামে ২০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তদুপরি, আরও ২৪টি 'কর্মতীর্থ' নির্মাণের কাজে হাত নেওয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া

হচ্ছে। যারমধ্যে রয়েছে টেলারিং, মাশরুম চাষ, এমব্রয়ডারি, কম্পিউটার ট্রেনিং, ইলেক্ট্রিক রিপেয়ারিং, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মোবাইল সারানো, পাটজাত দ্রব্য তৈরি, জৈব সার, টেরাকোটা, ফাস্ট ফুড ও গ্লাস পেইন্টিং ইত্যাদি।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের জন্য 'সমাজসাথী' প্রকল্পে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চলছে।

আমি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৬০৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২৮। সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করতে সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। চলতি বছরে ২৮৭.০৮৬ কিমি. রাস্তা ও ১০টি RCC জেটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে ২টি সেতু নির্মিত হয়েছে এবং আরও ১৮টি সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়াও আরও ৫টি সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫৭,৫০০ সুবিধাভোগীকে কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য কৃষি উপযোগী বিভিন্ন উপাদান এবং ছোট যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে।

Indian Major Carp (IMC)-র মীন, জিওল মাছ, মাছের খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে ২০ হাজার মৎস্যজীবীকে মৎস্য চাষে সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়াও ৪৩০ হেক্টরে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে ও নলখাগড়া, ঝাউ ইত্যাদি গাছ লাগানো হয়েছে।

আমি সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৪৯৬.২২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২৯। কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

বিগত ছয় বছরে 'উৎকর্ষ বাংলা' স্কিমের অধীনে ২৯টি নতুন সরকারি পলিটেকনিক চালু করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ বর্ষে পলিটেকনিকগুলিতে আসন সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৭,৯৪৩টি, যেখানে ২০১১ সালে আসন সংখ্যা ছিল ১৭,১৮৫টি। সরকারি

পলিটেকনিকগুলিতে ২৫টি ছাত্রী-আবাস তৈরি করা হয়েছে। ৬৬টি সরকারি পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে Wi-Fi পরিষেবা চালু হয়েছে।

২০টি নতুন ITI নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ৯টি নতুন ITI নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১১ সালের আগে ITI গুলির ছাত্রছাত্রীদের (Trainee) সংখ্যা ছিল ১৭,৬৩৬, সেখানে ২০১৭-১৮ সালে এই ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৬৯,০২৫-এ। কার্যকরী ৩৬টি সরকারি ITI গুলিতে Wi-Fi পরিষেবা চালু করা হয়েছে এবং বাকি ITI গুলিতেও শীঘ্রই Wi-Fi পরিষেবা চালু করা হবে।

সকল সরকারি পলিটেকনিকগুলিতেই 'স্মার্ট ক্লাসরুম' চালু করার প্রক্রিয়া চলছে, যাতে সর্বাধুনিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

কার্যকরী Vocational Training Centres (VTC) গুলিকে পর্যায়ক্রমে উন্নত VTC-তে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। VTC গুলির স্বল্পকালীন কারিগরি শিক্ষার কোর্সগুলিকে উন্নত ও আধুনিক করতে ৪৯৫টি VTC-কে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। ৬৩টি সাব-ডিভিশনে 'প্রাণীসেবী' (Pranisebee) প্রকল্পে উন্নত ও আধুনিক VTC চালু করা হয়েছে।

২৮৯টি বিদ্যালয়ে NSDC-র প্রশিক্ষণ সহায়তায় নবম শ্রেণি থেকে CSS-VHSE স্কিম শুরু হয়েছে এবং এটি ৩১১টি অতিরিক্ত বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে। হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে বস্ত্রশিল্পে একটি CoE-SDC নিমার্ণের কাজ চলছে।

আমি কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১,০১০.১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩০। পর্যটন বিভাগ

পর্যটন বিভাগ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চালু প্রকল্পগুলির কাজ ত্বরান্বিত করতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছে; যেমন — ফুরফুরা শরিফের 'মুসাফিরখানা' নির্মাণ, হুগলী জেলার হংসেশ্বরী মন্দিরের সংস্কার ও সৌন্দর্য বিকাশ, বাঁশবেড়িয়া-র গাজি জাফর খাঁ দরগার উন্নয়ন ও

আলোকিতকরণ ইত্যাদি। ঝড়খালি ট্যুরিজম হাব-এ নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ, সর্বমঙ্গলা মন্দিরের আকর্ষণ ফিরিয়ে আনতে সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাগডোগরাতে MICE'র পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা, ফুলবাড়ি, চালসাতে পর্যটনকেন্দ্র তৈরি, বীরভূমের খোয়াইতে বাউল আকাডেমি, বাউল বিতান গড়ে তোলা এবং চন্দননগরের টুরিস্ট লজ তৈরি ইত্যাদি বিবিধ কাজ এগিয়ে চলছে।

WB Home Stay Toursim Policy, ২০১৭'র অধীনে সরকার আরও বেশি সংখ্যক আগ্রহী বাড়ির মালিকদের সহায়তা দেওয়া হবে।

শারদ উৎসবের অঙ্গ হিসাবে কোলকাতা 'রেড রোড কার্নিভাল' রাজ্যবাসীর মনে সাড়া জাগিয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৩,০০০ জন দর্শনার্থী, FIFA-র প্রতিনিধিসহ ১,৫০০ জন বিদেশী অতিথিবর্গকে নিয়ে এক বিপুল সমাগমের মধ্যদিয়ে কার্নিভাল উদ্‌যাপিত হয়েছে।

উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা টুরিস্ট লজগুলিকে সারাই করে নবরূপ দানের কাজ হাতে নিয়েছে পর্যটন বিভাগ; এগুলি হল — রায়গঞ্জ টুরিস্ট লজ; ব্যারাকপুরের মালঞ্চ টুরিস্ট লজ;উদয়াচল টুরিস্ট লজ, মৈনাক টুরিস্ট লজ, হাওড়ার গাদিয়ারায় রূপনারায়ণ টুরিস্ট লজ; শান্তিনিকেতনের শান্তিনিকেতন টুরিস্ট লজ এবং রাঙাবিতান টুরিস্ট লজ; উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং টুরিস্ট লজ, বাতাবাড়ি টুরিস্ট লজ, তিলাবাড়ি টুরিস্ট লজ, কালিম্পং টুরিস্ট লজ, জলদাপাড়া টুরিস্ট লজ, মূর্তি টুরিস্ট লজ, কালীঘাট তীর্থযাত্রী সহায়তা কেন্দ্র এবং বকখালি টুরিস্ট লজ।

উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীর বাঁধ এবং বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল সংলগ্ন 'ভোরের আলো' নামক **গাজল ডোবা ইকো টুরিজম হাব**-কে মেগা পর্যটনকেন্দ্র রূপে পর্যটকদের কাছে নতুন ভ্রমণকেন্দ্র হিসাবে খুলে দেওয়া হবে। একই রকমভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে হেরোভাঙা নদীর পাশে, সুন্দরবনের দ্বীপভূমি বাসন্তীতে **'ঝড়খালি ইকো টুরিজম প্রজেক্ট** নামে একটি ভ্রমণকেন্দ্র ও সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৩৭০.২১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩১। পরিবহন বিভাগ

রাজ্যের সরকারি পরিবহন ব্যবস্থায় e-Governance এবং Intelligent Transport System (ITS)-এর প্রচলন হওয়ায় প্রিপেড W.B. Transport Card চালু করেছে WBTC।

WBTC-এর বাস পরিষেবায় যাত্রী সহায়ক 'পথদিশা' নামক Mobile App চালু হওয়ার ফলে যাত্রীদের যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে।

রাজ্যের যাত্রী পরিবহনের বাসগুলিতে Speed Limiting Devices (SLD)-নামক ডিভাইস চালু করার ফলে বাসের গতিতে নিয়ন্ত্রণ এসেছে। এছাড়াও পথনিরাপত্তা সহ, Integrated Traffic Management System (ITMS) চালু করা, Surveillance System, Laser চালিত Speed radar gun, Enforcer Camera, CCTV পরিষেবা ইত্যাদি চালু করার জন্য তহবিল খরচ হয়েছে। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে — ঝাড়গ্রাম, বোলপুর, বিষ্ণুপর, করুণাময়ী প্রভৃতি জায়গায় একাধিক বাস টার্মিনাস ও ডিপো তৈরি করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে Kolkata Central Bus Terminus (KCBT) তৈরি হচ্ছে।

ঐ একই জায়গায় একটি অত্যাধুনিক Right-turn flyover তৈরি করার দায়িত্ব HRBC-কে দেওয়া হয়েছে যানজট কমানোর জন্য।

২০১৭-১৮ বর্ষে State Transport Undertakings (STU) ৪১১টি নতুন বাস সার্ভিস চালু করেছে, যার মধ্যে এই প্রথমবার ৪০টি ইলেকট্রিক বাস কলকাতায় চালু হতে চলেছে।

রাজ্যের Employment Bank-এ নথিভুক্ত বেকার যুবসমাজ-কে 'গতিধারা' কর্মসূচির আওতায় এনে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১৬ হাজার গাড়ির আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ১৩ হাজার গাড়ি ইতিমধ্যেই রাস্তায় চালু হয়েছে। ২০১৭-১৮ বছরে প্রায় ১০,০০০ জন যুবক-যুবতীকে এই 'গতিধারা'র আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

রাজ্যের পরিবহন বিভাগ একটি Standard Operating Procedure (SOP) ব্যবস্থা প্রচলন করে নদী পথে জলপথ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে ৪২৯টি ফেরিঘাট ও জেটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জলপথ পরিবহনে নিয়োজিত পুরানো অসুরক্ষিত বোট/ভুটভুটিগুলি বদলে ফেলতে 'জলধারা' স্কিম হাতে নিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক-এর সহায়তায় অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহনে সংস্কারের কাজ চলছে। এক্ষেত্রে Development of Inland Water Transportation on National Waterways I (Phase-I)-এর অধীনে হলদিয়া থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থাকে আধুনিক করা হচ্ছে। এছাড়াও ৫৬টি সাধারণ জেটি, RO-RO এর জন্য ৮টি LCT জেটির নির্মাণ, আধুনিক ও শক্তিশালী জলযান তৈরি এবং বেশি যাত্রী পরিবহনে সক্ষম এমন লঞ্চ স্টিমারকে কাজে লাগানো হচ্ছে এই প্রকল্পে।

এছাড়াও বিপুল সংখ্যক জেটি তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যের সুন্দরবন অঞ্চলের আরও ১৮টি জেটি তৈরি করা হচ্ছে। কুকরাহাটিও রায়চক-এ RO-RO সার্ভিসের জন্য LCT জেটি তৈরির কাজ চলছে। উল্লেখ্য, পরিবহন বিভাগ ১২টি কাঠের এবং ১২টি ইস্পাতের জলযান (Vessel) ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে। ২০১৭-১৮ সালে আরও ৬টি কাঠের ও ৬টি ইস্পাতের এই ধরনের জলযান তৈরি করার কাজ চলছে।

কোলকাতা থেকে মালদা, বালুরঘাট, দীঘা এবং গঙ্গাসাগরে স্বল্প মূল্যে যাত্রীদের সুবিধার্থে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করা হয়েছে। কোলকাতা থেকে কোচবিহার, মালদা ও বালুরঘাট পর্যন্ত বিমান পরিষেবার কাজের অগ্রগতি স্বরূপ বালুরঘাটে runway তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং মালদাতে এই কাজ শুরু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ছোট পরিসরের বিমান ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। Trauma চিকিৎসার সুবিধার্থে Air Ambulance ভাড়া নিয়ে পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।

আমি, পরিবহন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১,৪৫৫.১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩২। জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্যে ২০১৭-১৮ সালে ৬৫ হাজার হেক্টর সেচসম্ভাব্য জমিতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এই চলতি বছরেই 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ৩১,১৬৫টি জলাশয় — যার মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত P&RD বিভাগের সহপ্রচেষ্টায় ৫,৯৩৭টি পুকুর এবং ২৫,২২৮টি দিঘি খনন করা হয়েছে।

এছাড়াও 'জলতীর্থ' কর্মসূচির আওতায় সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত করতে রাজ্যের শুখা জেলাগুলিতে যেমন — বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও সেচের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জলকে কাজে লাগাতে MIS স্কীমের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বর, ২০১৭'র মধ্যেই এইরকম ৭৬টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে এখন ২,৭৭৫ হেক্টর জমি সেচসেবিত জমিতে পরিণত হয়েছে। এই 'জলতীর্থ' প্রকল্পকে পাহাড়ের দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় এবং সুন্দরবনের লবণাক্ত অঞ্চলে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মতো কাজে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

২০১৭'র ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় West Bengal Accelerated Development of Minor Irrigation Project (WBADMIP)-'র অধীনে ১৩৯টি জল সংরক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে, যার ফলস্বরূপ অতিরিক্ত ৬,৪০০ হেক্টর জমি সেচসেবিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

WRI&D বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থা প্রসারিত করতে জলসম্পদ বৃদ্ধির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখছে। তাই জল ঝরানো এবং জলছেটানো এই দুটি পদ্ধতিতেই সেচের ব্যবস্থা করছে। আর এই ব্যবস্থা চালু রাখতে অপ্রচলিত শক্তি উৎসকে কাজে লাগাচ্ছে; যেমন সৌর বিদ্যুৎ এক্ষেত্রে খুব কার্যকর। রাজ্যে প্রায় ৯৯টি সৌর বিদ্যুৎ চালিত ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থা চালু আছে। এগুলি হল — স্বল্প ক্ষমতাশালী টিউবওয়েল, পাম্পচালিত কূপ এবং জলসিঞ্চন যন্ত্র দ্বারা

সেচ ইত্যাদি। উল্লেখ্য ২০১৭-'র ডিসেম্বরের মধ্যে ঐ সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করে ১,১০৮ হেক্টর জমিতে সেচের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১,২৭৩.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩৩। নারী ও শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ

রাজ্যের বিজয়কেতন স্বরূপ **'কন্যাশ্রী'** প্রকল্প আজ রাজ্যের কিশোরি-কন্যাদের ক্ষমতায়ন ও ভবিষ্যতের শক্তি সঞ্চয়ের পথকে প্রশস্ত করে। ৪৫ লক্ষের বেশি কন্যা আজ এই প্রকল্প দ্বারা উপকৃত। গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি ২০১৭-'য় নেদারল্যান্ড-এর দ্য হেগ-এ অনুষ্ঠিত United Nations Public Service Award দ্বারা রাজ্যের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।

'স্বাবলম্বন' নামের আরেকটি কর্মসূচির অধীনে ৫৪টি প্রকল্প আছে যার দ্বারা ২৩২৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা এই চলতি বছরে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে।

এই বিভাগের **'মুক্তির আলো'** নামে অন্য আর একটি প্রকল্পের অধীনে খিদিরপুরের মুন্সিগঞ্জের যৌনপল্লির ২৫ জন যৌনকর্মীকে ৯ মাসের আবাসিক ট্রেনিং দিয়ে ক্যাফেটরিয়া ম্যানেজমেন্ট এবং পুরোনো টায়ার থেকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ভিত্তিক কারিগরী শিক্ষা দিয়ে তাদের কাজে লাগানো হয়েছে। 'মুক্তি ক্যাফেটরিয়া' নামে এই ধরনের ক্যাফেটরিয়াগুলি সল্টলেকে বিকাশভবনে, আলিপুর চিড়িয়াখানায় এবং মুন্সিগঞ্জে বেশ সুন্দরভাবে কাজ করে চলেছে।

রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে **'স্বাবলম্বন ভরসা জেরিয়াট্রিক কেয়ার'** নামে আরও একটি কর্মসূচি চলছে। যেখানে জেরিয়াট্রিক কেয়ার, জরুরী পরিষেবা, শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম জেরিয়াট্রিক রোগীদের পরিচর্যা ইত্যাদির কলাকৌশলগত ট্রেনিং দিয়ে ৬০ জন মহিলাকে স্বনির্ভর করে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে চলতি বছরে।

রাজ্যের সামগ্রিক শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি (ICDS)-'র আওতায় নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার দ্বারা বিশেষভাবে চাহিদা সম্পন্ন মা ও শিশুদের পুষ্টি ও উন্নয়নমূলক

পরিষেবা দেওয়া হবে বর্তমানে রাজ্যে ১২,৫৫৫টি AWC পরিচালিত **'শিশু আলয়'** নামের ECE-'র নিয়ন্ত্রিত শিশু শিক্ষাসদন আছে। আরও অতিরিক্ত ১০,১৫১টি AWC গঠন করা হচ্ছে, যার মধ্যে ২৪০৪টি AWC বিগত অর্থবর্ষে (২০১৬-১৭) সমাপ্ত হয়েছে।

আমি, নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৫,১৮২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩৪। নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৯৩-তে কিছু সংশোধন এনে Executive Officer (EO) এবং Finance Officer (FO)-দের আরও বেশি করে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাতে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পরিচালন ব্যবস্থা সুচারুভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

State Urban Development Agency (SUDA) এবং Change Management Unit (CMU)-এর সংযুক্তিকরণ এবং রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও তৎসংক্রান্ত বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় এনে কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

একইরকমভাবে পূর্বতন KMWSA এবং KIT-র সঙ্গে KMDA-কে সংযুক্ত করা হয়েছে। এরফলে ঐ ২টি সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীবর্গকে আরও সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রতি পর্যটন শিল্পের উৎকর্ষতা বাড়ানো, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য কাজকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্যে ৩টি নতুন উন্নয়ন সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলি হল — মুকুটমণিপুর উন্নয়ন সংস্থা (MDA), চ্যাংড়াবান্ধা উন্নয়ন সংস্থা (CBDA) এবং তারকেশ্বর উন্নয়ন সংস্থা (TKDA)।

Ease of Doing Business ব্যবস্থায় রাজ্যের ১০টি পুরসভায় প্রথমধাপে অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পত্তি কর জমা করার বন্দোবস্ত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে রাজ্যের বাকি পুরসভাগুলিতেও এই ব্যবস্থা চালু করা যাবে।

এছাড়াও এই বিভাগ অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরের নাগরিক ও আবেদনকারীদের সহজ পদ্ধতিতে e-District Portal-এর মাধ্যমে শিল্প ভবনের প্ল্যান অনুমোদন, জলসরবরাহ সংযোগ, ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ বা প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

অন্যদিকে এই বিভাগের আরেকটি উদ্যোগ হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী, সহনশীল, পরিবেশ-বান্ধব, শক্তি সঞ্চয়ী, প্রযুক্তি সহায়ক এবং সুরক্ষিত বাসযোগ্য ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগকেন্দ্রিক নগর গড়ে তোলা। যার অংশ হিসাবে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল — ২০১৬-১৭ বছরে ৪৫৯.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রিন সিটি মিশন (GCM)-এর অধীনে ৩৬৪টি কর্মসূচি শুরু করেছে। ২০১৭-১৮ বছরে আরও ১৮৯৬টি কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২০.৬৬ কোটি টাকা। এই ধরনের কর্মসূচিগুলি হল—সবুজায়ন সম্প্রসারণ, সৌর আলো ও LED আলোর ব্যবহার, সুউচ্চ বাতিস্থম্ভ, জলাশয়ের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়ন, হাসপাতাল অঞ্চলে গাছ লাগানো, এলাকা আলোকিত করা, রাস্তা প্রসারিত করা, রাস্তার মোড়গুলিতে CC TV লাগানো ইত্যাদি।

এই বিভাগের হেরিটেজ টাউন কর্মধারার মাধ্যমে 'উৎসধারা' ও 'আলোশ্রী' কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। কোচবিহার ও নবদ্বীপ শহর দুটিকে হেরিটেজ রূপে ঘোষণা করে নবরূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

সবুজায়ন প্রকল্পে (Green Space Development Programme) ৪৭টি নগর পুরসভা ১২৭টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করেছে।

রাজ্যের ৬টি জেলার ১২৫টি শহরের মধ্যে ৭০টি 'নির্মল বাংলা মিশন'-এর অধীনে 'মুক্ত শৌচহীন' (ODF) শহর বলে ঘোষিত হয়েছে। ২০১৮-র মার্চের মধ্যে ১৩টি জেলার আরও ৪৯টি নগর ওই সুবিধা পেতে চলেছে, যেখানে 'নির্মল বাংলা মিশন'-এর গৃহ শৌচালয়, কমিউনিটি টয়লেট, জনশৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। ISWMP কর্মসূচি শুরু হয়েছিল এমন ১৫টি শহরে এই সমগ্র কাজের জন্য ৪২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই বিভাগ রাজ্যব্যাপী সমস্ত ULB-গুলিতে মোট ১০৮টি জল সরবরাহের প্রকল্প চালু করার কাজ হাতে নিয়েছে। এছাড়া আরও অনেকগুলি পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শুরু হতে চলেছে, যেগুলি হল — দীঘা এবং নিউ টাউনে কনভেনশন সেন্টার তৈরির

কাজ, গার্ডেনরিচ-এ লজিস্টিক হাব গড়ে তোলা, শিলিগুড়িতে ফ্লাইওভার ও এলিভেটেড করিডোর নির্মাণ এবং বৃষ্টির জল ও নিকাশি ব্যবস্থাসহ Inland Container Depot (ICD) এবং Private Freight Terminal (PFT) নির্মাণ এবং দীঘা-শঙ্করপুরের মধ্যে রোপওয়ে যোগাযোগ ও দীঘায় জলযান যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি।

অন্যদিকে উন্নয়নের অংশ হিসাবে আরও কিছু কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। যেমন—তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলের সৌন্দর্যায়ন, দক্ষিণেশ্বরে রেলস্টেশন থেকে কালীমন্দির পর্যন্ত দর্শনার্থীদের যাতায়াত সহজ করতে 'স্কাই ওয়াক' তৈরিসহ সংলগ্ন ৩টি ঘাটের সংস্কারের কাজ, বেলুড় মঠ সংলগ্ন অঞ্চলে পর্যটনের পরিকাঠামো উন্নয়ন।

নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের 'বাংলার বাড়ি' কর্মসূচির অধীনে নগরাঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণির মানুষজনদের জন্য যৌথভাবে আবাস নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে জমির অপ্রতুলতার কারণে একক জমির পরিবর্তে বহুতল ফ্ল্যাট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামি চার বছরে এইরকম ২০ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

পূর্ববর্তী বছরের মতো এই বিভাগের 'সমব্যাথী' প্রকল্প চলতি বছরেও যথারীতি চালু আছে। যার অঙ্গ হিসাবে মৃত ব্যক্তির শোকার্ত পরিজনদের হাতে এককালীন ২ হাজার টাকা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বাবদ তুলে দেওয়া হয়। এপর্যন্ত রাজ্যব্যাপী ১২৫টি ULB-র অধীনে কমবেশি ২৭,৯৮৪ সংখ্যক পরিবারের হাতে এই ধরনের আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমি, নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ১০,০১২.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩৫। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

এই বিভাগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল চলতি বছরে অনূর্ধ্ব-১৭ FIFA বিশ্বকাপ খেলা বাংলার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে সুচারুভাবে শেষ হয়েছে। বলাবাহুল্য যুবভারতী স্টেডিয়াম এখন বিশ্বমানের একটি স্টেডিয়াম হওয়ার গর্ব অনুভব করে।

এছাড়াও ঝাড়গ্রাম জেলায় 'ঝাড়গ্রাম তিরন্দাজি শিক্ষা কেন্দ্র'র কাজ সমাপ্ত হয়েছে, খুব শীঘ্রই এর ব্যবহার শুরু হবে। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দার বেঙ্গল ফুটবল আকাদেমি সফলভাবে কাজ করে চলেছে।

কোলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম এবং কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম-কে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম হিসেবে গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সুভাষ সরোবরে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং রাজ্য ব্যাপী টেনিস আকাদেমি তৈরি করার কাজও যথানিয়মে চলছে।

রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা পুরোনো ১৯টি যুবাবাস-কে সারাই করে নবরূপে খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও ৯টি নতুন যুবাবাস-এর কাজ শেষ হওয়ার মুখে এবং খুব শীঘ্রই সেগুলি খুলে দেওয়া হবে। এছাড়াও ১২টি নতুন যুবাবাস তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

অনূর্ধ্ব FIFA বিশ্বকাপ- ২০১৭-কে সামনে রেখে রাজ্য সরকার ছাত্র ও যুবদের মধ্যে ফুটবল খেলায় উৎসাহ দিতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-ক্লাব ইত্যাদি সংস্থাকে অনুদান দিয়েছে। রাজ্যব্যাপী ৫০৯টি Multigym খোলার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব-এর মতো সংস্থাগুলি Mini Indoor Games-এর সুবিধা পেতে চলেছে। এই সমগ্র ক্ষেত্রে ১৪৭টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১৪.৪৩ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে চলতি বছরে।

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৫৫৮.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩৬। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং ই-গভর্ন্যান্স বিভাগ

প্রশাসনিক সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান — এই তিনটি নতুন জেলা; তৎসহ মিরিক, ঝালদা এবং মানবাজার — এই তিনটি নতুন সাব-ডিভিশন তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে নবনির্মিত জেলাগুলির জেলাস্তরের কাজকর্ম শীঘ্রই শুরু হয়েছে।

বিগত ২০১৫ সালের ৬ নভেম্বরে e-District-এর মাধ্যমে যেখানে রাজ্যের জেলাগুলির পরিষেবা দ্রুততর করতে তিনটি অন-লাইন সার্ভিস চালু হয়েছিল, বর্তমানে সেখানে ৭৬টি অন-লাইন সার্ভিস ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এগুলির মাধ্যমে পোর্টালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ২০ লক্ষেরও বেশি পরিষেবা আদান প্রদান হয়েছে।

রাজ্য সরকারের সমস্ত সচিবালয়গুলির মধ্যে e-Office ব্যবস্থা এনে একটি এককেন্দ্রিক সংযোগ স্থাপন করা গেছে। এই e-Office চালু হওয়ার ফলে সরকার ও নাগরিকের মধ্যে পরিষেবামূলক কাজকর্ম দ্রুত ও সুদৃঢ় হয়ে যাবে।

রাজ্যে Ease of Doing Business (EODB) পদ্ধতি চালু হওয়ায় বিভিন্ন ব্যবসার জন্য একটি Common Application Form-এর মাধ্যমে সরকার Web ভিত্তিক সংযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে সব ধরনের কাজেই নাগরিক সাধারণের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে Web ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে যাতে করে 'একক নির্গমন ও বহুমুখী সঞ্চয়ন' (Single Debit Multiple Credit) ধাঁচে সব জায়গায় আর্থিক লেনদেন সহজতর হয়। রাজ্যে 'একজানালা' ব্যবস্থায় পৃথক-পৃথক আবেদনের অবস্থার তথ্য পঞ্জীকরণেও এই Web পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে Business Reforms Action Plan 2017-র অন্তর্গত DIPP ও বিশ্বব্যাঙ্কের বিশ্লেষণী মূল্যায়ন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে অন্যসব রাজ্যের তুলনায় সর্বোচ্চ স্থানে আছে।

আজকের দিনে রাজ্যে — West Bengal State Wide Area Network (WBSWAN) ব্যবস্থার প্রচলন সুনিশ্চিত করে সরকারের ১৩০০টির মতো বিভাগীয় অফিসগুলির মধ্যে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সংযোগকে কাজে লাগাতে ব্লক থেকে সাব-ডিভিশন স্তরের সমস্ত Optical Fibre Cable (OFC)'র ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। WBSWAN পদ্ধতির মধ্যে আবার Multiple Protocol Labelled Switching (MPLS) পরিকাঠামোকে যুক্ত করে বিভিন্ন সার্কিটের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে আরও নিবিড় ও প্রসারিত করার কাজ চলছে। বর্তমানে ৮৯৫টি এই ধরনের সার্কিটের মধ্যে ৭৫০টির বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় 'ডুয়ার্স কন্যা' নামে সুসংহত প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে যার জন্য প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৯.৮৩ কোটি টাকা। এটিতে ৪০টি দপ্তরের

স্থান হবে। অন্যদিকে প্রায় ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে জেলা সমাহর্তার প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শেষের পথে।

সরকারের জন পরিষেবামূলক কাজে সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততার নিরন্তর প্রয়াস স্বরূপ বিভিন্ন e-Governance পোর্টাল চালু হওয়ায় রাজ্য এর প্রয়োগ স্বীকৃতি ও সম্মাননা পেয়ে চলেছে। উল্লেখ করা যায়, সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক রাজ্যে e-Procurement পোর্টাল-এর ব্যবহারিক প্রয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ Best Performance Award 2017 সম্মান প্রদান করেছে। ২০১৬-২০১৭ সালে এই পোর্টাল-এর মাধ্যমে ৫৩ হাজার e-Tender-এ প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। অন্যদিকে Computer Society of India কর্তৃক ২০১৮-র জানুয়ারিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে e-Ratna সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং ই-গভর্ন্যান্স বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ২১২.০৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩৭। সমবায় বিভাগ

রাজ্যে কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে, সমবায়গুলির কৃষিঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশ এরও বেশি হয়েছে।

এছাড়াও — কৃষি, বিপণন, ক্রেতা সুরক্ষা, আবাসন, পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২৮ হাজার সমবায় সংস্থাগুলিতে প্রায় ৭৭ লক্ষ ক্রেতা সদস্য নথিভুক্ত হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১৯,৩৮৯টি নতুন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) বিতরণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে KCC প্রাপকের সংখ্যা ২৩,৭০,২৮১ দাঁড়িয়েছে। ৯,৭৫,৯৯৯ জন কৃষক সদস্যকে শস্যঋণ দেওয়া হয়েছে — যাতে খরচ হয়েছে ২০৮৫.৩২ কোটি টাকা।

১৭২১ জন নতুন সদস্যপদ স্বনির্ভরগোষ্ঠী (SHGs)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ১৮,০২৯ জন সদস্যকে নতুনভাবে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত SHG-গুলিকে দেওয়া এই ঋণের পরিমাণ ৪১১.২৫ কোটি টাকা।

চলতি বছরে ৫৪৬২ মেট্রিক টন শস্যধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি নতুন গুদামঘর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। যার প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছিল ২.৭৩ কোটি টাকা। এছাড়াও ৬.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ১১টি এধরনের গুদামঘর তৈরি হচ্ছে যার ধারণ ক্ষমতা ১৫,৭৫২ মেট্রিক টন। আশা করা যাচ্ছে চলতি অর্থবর্ষেই এর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

অন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষেত্রে তৃণমূলস্তরে ২৫টি গ্রামীণ শস্যাগার তৈরি হচ্ছে ২৫০০ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণের সম্ভাবনা নিয়ে। এরজন্য প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৪.৩৭ কোটি টাকা এবং আশা করা যায় চলতি বছরের মধ্যেই এই নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যাবে।

BENFED-এর মাধ্যমে ১৪৩.৩৮ কোটি টাকা মূল্যের কৃষিজ সামগ্রী বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে।

২০১৬-১৭'র খারিফ মরশুমে সর্বমোট ৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের ধার্যমাত্রার মধ্যে সমবায় সংস্থাগুলির মাধ্যমে ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে যার মধ্যে BENFED এবং CONFED-এর প্রচেষ্টায় ১০.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছে।

গত বছরে 'সুফলা' নামে নতুন উদ্যোগ চালু হওয়ার ফলে ৩০টির মতো 'সুফলা' বিতরণ কেন্দ্র তাদের কাজ শুরু করেছে। এই কেন্দ্রগুলি রাজ্যের ৬টি জেলায় প্রসারিত এবং ১৬টি সমবায় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। আবার ৭০টি 'চলমান সুফলা' কেন্দ্র ৭টি জেলা ব্যাপী চালু হয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিষেবাকে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৪০৬.৬১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩৮। স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি শান্ত এবং স্বাভাবিক রয়েছে। হুগলি জেলায় একটি নতুন পুলিশ কমিশনারেট — চন্দননগর চালু করা হয়েছে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সুন্দরবন, ডায়মন্ড হারবার ও বারুইপুরে তিনটি নতুন পুলিশ জেলা তৈরি করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশ সাফল্যের সঙ্গে e-General Diary পরিষেবা চালু করেছে যা অন্যান্য পুলিশ কমিশনারেটগুলিতেও চালু করা হচ্ছে।

ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে আকাশপথে নজরদারি চালু করা হয়েছে, বিশেষত অধিক জনবহুল কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যেখানে স্থলভূমিতে নজরদারি করার প্রচুর সমস্যা থেকে যায়।

বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে সাইবার ক্রাইম ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্ম দমন করতে পুলিশি দক্ষতা বাড়াবার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের 'Safe Drive, Save Life' প্রচার বিশেষ সাফল্য পেয়েছে। এরফলে ২০১৭-তে বিগত বছরের তুলনায় পথদুর্ঘটনা, তৎজনিত মৃত্যু এবং আহতের ক্ষেত্রে শতাংশের নিরিখে যথাক্রমে ১৬ শতাংশ, ১৪ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে ৭,৯৫৬.৪২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪

৪.১। করনীতি সংস্কার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার কর প্রশাসনকে আরও স্বচ্ছ, করদাতা-সহায়ক ও রাজস্ব বৃদ্ধিকারী করেছে। ফলে ২০১১-২০১২ সাল থেকে রাজস্ব আদায়ে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে।

৪.২। পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)

আমরা GST-কে প্রথম থেকেই নীতিগতভাবে সমর্থন করে এসেছি। কিন্তু আমাদের GST-এর সামগ্রিক কাঠামো এবং ছোট ব্যবসার উপর তার সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে গভীর মতপার্থক্য ছিল। GST Council-এ মোট ৩১টি ভোটের মধ্যে আমাদের একটি মাত্র ভোট থাকায় আপত্তি সত্ত্বেও আমরা ১লা জুলাই, ২০১৭ থেকে GST চালু করাকে পিছোতে পারিনি।

মাননীয় সদস্যগণ, GST Council-এ আমাদের একটিমাত্র কণ্ঠস্বর থাকলেও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা রাজ্যের আর্থিক স্বশাসন ও ছোট ব্যবসা, MSME এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেকগুলি সুবিধা আদায় করতে পেরেছি। যেমন,

আমরা খাদ্যশস্য, ডাল, শুকনো মাছ, মানুষের চুল, বাদ্যযন্ত্র, অপরিশোধিত পাট ও মিষ্টি দই-এর উপর সম্পূর্ণ কর ছাড় করাতে পেরেছি। আবার মিষ্টি, চা, সরকারের কাজ, রেস্তোরাঁয় খাওয়া, প্রভৃতিতে কর কমাতে পেরেছি। বছরে ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যবসা GST-এর আওতার বাইরে রাখতে পেরেছি, সরল Composition Scheme অনুসারে কর দেওয়ার সুযোগ বছরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যবসার থেকে বাড়িয়ে ১কোটি টাকা করতে পেরেছি, বছরে ১.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ছোট ব্যবসাকে আমরা কেন্দ্রীয় কর দপ্তরের আওতার বাইরে রাখতে পেরেছি।

আমি আশ্বাস দিতে চাই যে, ছোট ব্যবসা, MSME, সাধারণ মানুষ এবং রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা আমাদের প্রচেষ্টা বজায় রাখব।

৪.৩। প্রবেশ করের ক্ষেত্রে সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউটস স্কিম

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের প্রবেশ করের ক্ষেত্রে অনুকূল রায় দিয়েছেন। বিষয়টি বিচার বিভাগের বিবেচনাধীন থাকায় অনেক সংখ্যক করদাতা প্রবেশ কর জমা দেওয়া বন্ধ করেন এবং বকেয়া করের উপর বিপুল পরিমাণ সুদ ও জরিমানা দেওয়ার সম্মুখীন হন। আমরা বকেয়া প্রবেশ করের উপর সুদ ও জরিমানা মকুব করার জন্য একটি কর সমাধানের সুযোগ দিয়েছিলাম।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই প্রচেষ্টার ফলে আমরা প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছি যা সারা দেশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

৪.৪। নতুন ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস গঠন

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, GST-র মতো একটি সারা ভারতবর্ষব্যাপী একইরকম কর ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য রাজস্ব আদায়কারী অফিসারদের বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে কর বিষয়ে আইন এবং পদ্ধতির খুঁটিনাটি সংক্রান্ত ধারণা রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। রাজ্যের বর্তমান কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন ডাইরেক্টরেটের মধ্যে আধিকারিকরা বিভক্ত থাকেন যা এর অনুকূল নয়। কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চারটি বিভিন্ন গ্রুপ-A সার্ভিস, যারা আগে বাণিজ্য কর, আবগারি শুল্ক, কৃষি আয়কর এবং রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প

ডিউটি আদায়ের কাজ করতেন তাদের সংযুক্ত করে একটি নতুন ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস গঠন করা হয়েছে।

৪.৫। বিদ্যুৎ শুল্ক ছাড় — কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন

বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উৎসাহজনক প্রকল্প অনুসারে শিল্পকে বিদ্যুৎ শুল্ক ফেরত দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা নিতে অনেক সময়ই দেরি হয়।

এই পদ্ধতিকে সরল করার উদ্দেশ্যে আমি প্রস্তাব রাখছি যে উৎসাহ প্রকল্প অনুসারে কোন শিল্প বাণিজ্যিক কার্যকলাপ শুরুর প্রথম দিন থেকেই বিদ্যুৎ শুল্কের ছাড় পাবে। এজন্য বিদ্যুৎ শুল্ক অধিকর্তার কাছ থেকে কোন আলাদা ছাড়ের শংসাপত্র লাগবে না এবং ফলে সময়ও কম লাগবে। আমি নিশ্চিত যে এটা রাজ্যের Ease of Doing Business-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা নেবে।

৫

কর ছাড়

স্ট্যাম্প ডিউটিতে বিশেষ ছাড়

মাননীয় সদস্যগণ, গৃহনির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সুবিধার জন্য এবং গৃহনির্মাণ শিল্পকে সহায়তা দেবার জন্য আমি গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে এক কোটি টাকা অবধি সম্পত্তি মূল্যের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি এক শতাংশ হারে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে ৪০ লক্ষ টাকা থেকে এক কোটি টাকা মূল্যের সমস্ত সম্পত্তির উপর গ্রামাঞ্চলে বর্তমানের ৬ শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি কমে ৫ শতাংশ হবে ও শহরাঞ্চলে ৭ শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি কমে ৬ শতাংশ হবে।

আমরা নিশ্চিত যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ ও গৃহনির্মাণ শিল্প বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

কৃষি আয়কর ছাড়

মাননীয় সদস্যগণ, বিগত কয়েক বছর ধরে চা-শিল্প অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে

যাচ্ছে। ছোট চা বাগানগুলি অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে যার প্রভাব তারা এখনও সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

রাজ্যের চা-শিল্পকে সাহায্য করার জন্য আমি চা বাগানগুলির ক্ষেত্রে আগামী ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের কৃষি আয়কর সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

এই সম্পূর্ণ কর ছাড়ের ফলে লক্ষ-লক্ষ চা বাগান শ্রমিক উপকৃত হবেন।

চায়ের উপর সেস ছাড়

বর্তমানে চা পাতা উৎপাদনের উপর শিক্ষা সেস ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস দেওয়ার আইন আছে।

আমি চা বাগানগুলির পরবর্তী আর্থিক বছর ২০১৮-১৯-এর জন্য এই দু-ধরনের সেস সম্পূর্ণ মকুব করার প্রস্তাব রাখছি।

৬

নতুন প্রয়াস

১। কৃষকদের মিউটেশন ফি ছাড়

মাননীয় সদস্যগণ, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার অভাবে কৃষি অর্থনীতি নগদ টাকার লেনদেনের উপর নির্ভরশীল। নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের জন্য কৃষি অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়েছে এবং কৃষক বন্ধুরা চরম অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন।

তাঁদের আর্থিক অসুবিধা কিছুটা দূর করার জন্য আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের প্রদেয় খাজনা ও সেস ইতিমধ্যেই মকুব করেছেন।

কৃষকদের আরও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কৃষিজমি কৃষিকাজের জন্যেই কেনা হলে মিউটেশন ফি সম্পূর্ণভাবে মকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমি আশা করি এর ফলে লক্ষ-লক্ষ কৃষক ভাই-বোনেরা উপকৃত হবেন।

২। কৃষক সহায়তার 'বিশেষ তহবিল'

বিগত ৬ বছর ধরে আমরা কৃষিতে অনেক উন্নতি করেছি। খাদ্যশস্য উৎপাদনে আমরা

নতুন নজির গড়েছি, শাক-সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান এবং আলু উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি।

কিন্তু এটা লক্ষ্য করা গেছে যে খাদ্যশস্য ও শাক-সবজির অধিক ফলন হলে অনেক সময় হঠাৎ করে মূল্য হ্রাস পায়। কৃষকেরা তখন কম দামে তাদের উৎপাদন বিক্রি করতে বাধ্য হন এবং চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন।

এই ধরনের পরিস্থিতি হলে কৃষকরা যাতে তাঁদের দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পান সেজন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একটি বিশেষ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি এই বিশেষ তহবিলের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৩। কৃষক বার্ধক্যভাতা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বয়স্ক কৃষকদের ও তাঁদের পরিবারের সাহায্যের জন্য রাজ্য কৃষক বার্ধক্যভাতা প্রদান করে। বর্তমানে গড়ে ৬৬ হাজার কৃষক ভাই-বোনেরা এই প্রকল্পে মাসে ৭৫০ টাকা পেনশন পান।

এই বয়স্ক কৃষিজীবীদের বাড়তি সামাজিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আমি এই পেনশন মাসে ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসে ১ হাজার টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। এছাড়াও আমি এই ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা বর্তমানে বছরে ৬৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ করার প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে আরও ৩৪ হাজার কৃষক এই পেনশন লাভ করবেন।

৪। "কন্যাশ্রী" প্রকল্পে বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন যে, বাংলার মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে দিশা দেখিয়ে গেছেন সেই পথকে আরও প্রশস্ত করে বাংলার মেয়েদের দ্রুত প্রগতির জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে কন্যাশ্রী প্রকল্প দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবাবদ রাজ্য বছরে ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয় করে। সমাজ সংস্কার ও গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

কন্যাসন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার আরও উন্নতির লক্ষ্যে তাদের বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মেয়ে উপকৃত হবে।

৫। বিবাহ সহায়তা প্রকল্প

মাননীয় সদস্যগণ, আমরা জানি অনেক গরিব পরিবার মেয়ের বিবাহের খরচ জোগাড় করতে আর্থিক অসুবিধায় পড়ে—এমনকি অনেক সময় উচ্চ সুদে ধার নিতেও বাধ্য হন। এরকম অনেক গরিব পরিবার এর ফলে নিঃস্ব হয়ে যায়।

আমাদের সরকার সেইসব অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের আর্থিক বোঝার ভার অন্তত আরও কিছুটা লাঘব করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই আমি প্রস্তাব রাখছি যে, যে সকল পরিবারের বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকার কম তাদের মেয়েরা ১৮ বছর বয়সের পর বিবাহ হলে বিবাহের সময় আরও এককালীন ২৫ হাজার টাকা সহায়তা পাবে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই নতুন প্রকল্পটির নাম 'রূপশ্রী'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে প্রায় ছয় লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে।

আমি এই 'রূপশ্রী' প্রকল্পের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

৬। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য আর্থিক সহায়তা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমাজের বিশেষভাবে সক্ষম মানুষেরা জীবনে বিশেষভাবে আর্থিক বঞ্চনার শিকার। বর্তমানে ৪৪ হাজার মানুষকে, যাদের প্রতিবন্ধকতা ৪০ শতাংশ বা তার বেশি, তাদের ৭৫০ টাকা হারে মাসিক পেনশন দেওয়া হয়।

এইসব মানুষদের অবস্থার কথা ভেবে আমি একটি নতুন মাসিক পেনশন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই প্রকল্পে বিশেষভাবে সক্ষম ২ লক্ষ মানুষকে ১ হাজার টাকা মাসিক পেনশন দেওয়া হবে। এই প্রকল্পটি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব পরিকল্পনায় সৃষ্টি — যার নাম তিনি দিয়েছেন 'মানবিক'।

যারা এখন বর্তমানে চালু প্রতিবন্ধী পেনশন স্কিমের আওতায় আছেন, তাদের প্রতিবন্ধকতা যদি ৫০ শতাংশ বা তার বেশি হয়, তাহলে তারাও এই নতুন প্রকল্পের টাকা অতিরিক্ত পেনশন হিসাবে পাবেন।

আমি এই 'মানবিক' প্রকল্পের জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

৭

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই মহতী ভবনের মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রেরণা ও সুদৃঢ় নেতৃত্বে সামাজিক, পরিকাঠামোগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমি ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের জন্য ২,১৪,৯৫৮.৭৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্যার, আমি আরও অবগত করছি যে রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকারের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্যই হল আরও বেশি 'কর্মসংস্থান' সৃষ্টি। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে পরিকল্পনাহীন ও তাড়াহুড়ো করে চালু করা GST এবং নোট বাতিলের ধাক্কা সত্ত্বেও আমরা রাজ্যে ৮ লক্ষ ৯২ হাজার কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে পেরেছি।

স্যার, আমি কবিগুরুর একটি কবিতার মাধ্যমে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই —

নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে।

আর্থিক বিবরণী, ২০১৮-২০১৯

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১৮-২০১৯

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০১৬-২০১৭	বাজেট, ২০১৭-২০১৮	সংশোধিত, ২০১৭-২০১৮	বাজেট, ২০১৮-২০১৯
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	২০৫.৮৪	(-)২.০০	১৫.৭৯	(-)৩.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১১৭৮৩২.৪৫	১৪২৬৪৪.৪৪	১৩৩০৩৪.০৮	১৪৬৭৪৭.৭৬
৩।	মূলধন খাতে আদায়	..	..	..	..
৪।	ঋণখাতে আদায়				
	(১) সরকারি ঋণ	৩৭৫২৩.৭১	৭৮৯১৬.৬৩	৫৫৯৩৭.৪৫	৬৭৯৯১.২৯
	(২) ঋণ	৩২৩৩.৩৩	৮০৪.৪৯	৩৫৮৮.৮৩	২৮২২.৭৪
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৬২০৪০০.০৫	৪৮৪০১৮.২৫	৫৩০১২৬.৪৩	৫৬১৭৭৪.৯৫
	মোট	**৭৭৯১৯৫.৩৮**	**৭০৬৩৮১.৮১**	**৭২২৭০২.৫৮**	**৭৭৯৩৩৩.৭৪**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১৩৩৯১৭.৫৬	১৪২৬৪৪.৪৪	১৪৪০৩৯.৬৯	১৪৬৭৪৭.৭৬
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	১১৩৩৬.৪৩	১৯১৮৩.৯০	২১৫৬১.৮১	২৫৭৫৫.৫৫
৮।	ঋণখাতে ব্যয়				
	(১) সরকারি ঋণ	১২৩০৪.০৩	৪৯৪৯৬.৮৬	৩৩৬৭৬.৯৫	৪১৫৮২.৮১
	(২) ঋণ	১১৯৭.২০	৯৭১.৭১	৭১৯.৮০	৮৭২.৬৩
৯।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৬২০৪২৪.৩৭	৪৯৪০৯১.৯০	৫২২৭০৭.৩৩	৫৬৪৩৮০.৯৯
১০।	সমাপ্তি তহবিল	১৫.৭৯	(-)৭.০০	(-)৩.০০	(-)৬.০০
	মোট	**৭৭৯১৯৫.৩৮**	**৭০৬৩৮১.৮১**	**৭২২৭০২.৫৮**	**৭৭৯৩৩৩.৭৪**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১৬-২০১৭	বাজেট, ২০১৭-২০১৮	সংশোধিত, ২০১৭-২০১৮	বাজেট, ২০১৮-২০১৯
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)১৬০৮৫.১১	০.০০	(-)১১০০৫.৬১	০.০০
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১৫৮৯৫.০৬	(-)৫.০০	১০৯৮৬.৮২	(-)৩.০০
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)১৯০.০৫	(-)৫.০০	(-)১৮.৭৯	(-)৩.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	১৫.৭৯	(-)৭.০০	(-)৩.০০	(-)৬.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	(-)১৮৭০.০০
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(চ) নতুন প্রকল্প বাবদ/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	..	..	..	(+)১৮৭০.০০
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১৬০৮৫.১১	০.০০	(-)১১০০৫.৬১	০.০০
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	১৫.৭৯	(-)৭.০০	(-)৩.০০	(-)৬.০০